Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Falgun 09, 1430 Bangla, February 22, 2024, Thursday, No. 53, 54th year

H I G H L I G H T S

PM Sheikh Hasina says, a nation can get a better life by protecting its own language & culture. Adds, medium for education should be in mother tongue & there should be scope to learn other languages too. (R. Today: 11)

AL GS Obaidul Quader says, the pledge of February 21 is to uproot the poisonous tree of communalism that has spread across the country under the leadership of BNP. (Jago FM: 14)

BNP SJSG Ruhul Kabir Rizvi comments that AL is a self-contradictory party. The Pakistani invaders wanted to take away language but now local AL invaders have now taken away the right to vote. (R. Today: 13)

Jahangirnagar University authority has terminated Mahmudur Rahman Jony, assistant professor at the Department of Public Health and Informatics, on charges of sexual harassment. (R. Today: 12)

About 200 million pounds assets of a BD MP in US and UK, US spokeman says they are encouraging Bangladesh govt to ensure that all elected officials comply with country's laws and financial regulations. (R. Today: 12)

After Ayaan another 10-year-old boy Ahnaf Tahmin Ayham, a class IV student of Motijheel Ideal School and College, died during a circumcision procedure at a private hospital in the capital. (R. Tehran: 06)

Many Bangladeshis who came to Canada for a better life are living unbearable life but they have no way to return to Bangladesh as they spend huge money to come here. (DW: 10)

Nobel laureate of Bangladesh Dr. Muhammad Yunus in an interview with a german weekly magazine D Site expresses the fear that he may be jailed. (DW: 08)

Plan to build a complex around central Shaheed Minar could not be implemented due to zeal of Pakistani military rulers before independence & indifference of post-independence administration. (DW: 09)

Several publishers have brought translated books of English literature to Amar Ekushe Book Fair. Due to non-compliance with copyright laws, Bangla Academy & Copyright Office conducted occasional raids but this trend did not stop. (DW: 07)

A proposal to change the name of Sugandha Beach in Cox's Bazar to 'Bangabandhu Beach' has generated various discussions & criticisms on social media. Question arises about the need to change the age-old name of a beach. (BBC: 03)

Director: 44813046	**Deputy News Controller: 44813048 44813179**	**Assistant News Controller: 44813047 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ফাল্গুন ০৯, বাংলা ১৪৩০, ফেব্রুয়ারি ২২, ২০২৪, বৃহস্পতিবার, নং- ৫৩, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, নিজের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার মাধ্যমে জাতি উন্নত জীবন পেতে পারে। তিনি বলেন, শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষায় হওয়া উচিত, পাশাপাশি অন্যান্য ভাষা শিক্ষারও সুযোগ থাকতে হবে। (রে. টুডে: ১১)

বিএনপির নেতৃত্বে সারাদেশে সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবৃক্ষ ছড়িয়ে পড়েছে তার মূলোৎপাটন করাই ২১শে ফেব্রুয়ারির অঙ্গীকার বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। (জাগো এফএম: ১৪)

বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন আওয়ামী লীগ একটি স্ব-বিরোধী আত্ম প্রতারক দল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ভাষাকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল কিন্তু আওয়ামী লীগ তথা দেশীয় হানাদাররা এখন ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছেন। (রে. টুডে : ১৩)

এক ছাত্রীকে যৌন নিপীড়নের দায়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান জনিকে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। (রে. টুডে : ১২)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে একজন বাংলাদেশের একজন এমপির প্রায় ২০০ মিলিয়ন পাউন্ডের সম্পদের বিষয়ে, মার্কিন মুখপাত্র বলেছেন যে তারা বাংলাদেশ সরকারকে উৎসাহিত করছে যাতে সমস্ত নির্বাচিত কর্মকর্তারা দেশের আইন এবং আর্থিক বিধি মেনে চলেন তা নিশ্চিত করতে। (রে. টুডে : ১২)

খৎনা করাতে গিয়ে শিশু আয়ানের মৃত্যুর রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ঢাকাতে একই ধরনের ঘটনায় মারা গিয়েছে আরও এক শিশু। শিশুটি মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী আহনাফ তাহমিন আয়হাম। (রে. তেহরান : ০৬)

উন্নত জীবনের জন্য কানাডায় আসা অনেক বাংলাদেশি অসহনীয় জীবনযাপন করছেন কিন্তু এখানে আসতে বিপুল অর্থ ব্যয় করায় তাদের বাংলাদেশে ফেরার কোনো উপায় নেই। (ডয়চে ভেলে: ১০)

জার্মানির সাপ্তাহিক ডি সাইট পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস তাকে জেল দেওয়া হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। (ডয়চে ভেলে: ০৮)

স্বাধীনতার আগে পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের রোষানল আর স্বাধীনতার পর প্রশাসনের উদাসীনতায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ঘিরে কমপ্লেক্স গড়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যায়নি। (ডয়চে ভেলে : ০৯)

অমর একুশে গ্রন্থমেলায় এবারও বেশ কিছু প্রকাশনী ইংরেজি সাহিত্যের অনুবাদের বই নিয়ে এসেছে। কপিরাইট আইন না মানার কারণে মূল লেখক এ বইগুলো থেকে গ্রন্থস্বত্ত্ব পাচ্ছেন না। বাংলা একাডেমী ও কপিরাইট অফিস মাঝে মধ্যে অভিযান চালালেও এ প্রবণতা বন্ধ হয়নি। (ডয়চে ভেলে : ০৭)

কক্সবাজারের সুগন্ধা সমুদ্র সৈকতের নাম পরিবর্তন করে `বঙ্গবন্ধু বিচ, করার একটি প্রস্তাব নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা তৈরি হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। একটি সমুদ্র সৈকতের বহু পুরনো নাম হঠাৎ করে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন কেউ কেউ। (বিবিসি : ০৩)

বিবিসি

বাংলাদেশে মাত্র দু,জন কথা বলেন যে ভাষায়

"আমরা দুই বোন আছি। আমরা মারা গেলে এই ভাষাও শেষ হয়ে যাবে। আমাদের দুই বোনের মতো কেউ আর কথা বলতে পারবে না।„ চা শ্রমিক ক্রিস্টিনা কেরকেট্টার এ আক্ষেপ যেন বাংলাদেশ থেকে একটি ভাষা হারিয়ে যাবার ঘোষণা দিচ্ছে। তার বড় বোন ভেরোনিকা কেরকেট্টার আক্ষেপ, "এখন যদি আমরা দুই বোন মারা যাই এই ভাষাও শেষ আমাদের সাথে সাথে। আর কেউতো বলতে পারে না।„ ক্রিস্টিনা ও তার বোন ভেরোনিকা কেরকেট্টা খাড়িয়া ভাষা নিয়ে বলছিলেন। তাদের কথায় স্পষ্ট বোঝা যায়, খাড়িয়া ভাষা বাংলাদেশে কতটা হুমকির মুখে রয়েছে। খাড়িয়া ভাষাটি পারসি ভাষা হিসেবেও পরিচিত। খাড়িয়া সমাজ প্রধান, ভাষা গবেষকরা জানান বাংলাদেশে এই দুই বোনই কেবল অনর্গল খাড়িয়া ভাষায় কথা বলতে পারেন। শ্রীমঙ্গলের রাজঘাট চা বাগানের অদূরে বর্মাছড়া খ্রিস্টান পাড়ায় দুই বোন ক্রিস্টিনা কেরকেট্টা ও ভেরোনিকা কেরকেট্টার বসবাস। তাদের পিতামাতা এসেছিলেন ভারতের রাঁচি থেকে। মা-বাবার কাছে খাড়িয়া বলতে শিখলেও এ ভাষায় লেখাপড়ার কোনো সুযোগ ছিল না তাদের। এখন পাড়া-প্রতিবেশী কিংবা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে প্রয়োজন অনুসারে বাংলা, সাদরি এবং বাগানি ভাষায় কথা বলেন। এর কারণ- পরিবার পরিজন, পরবর্তী প্রজন্ম, পাড়া, গ্রামে কোথাও খাড়িয়া ভাষায় কথা বলার মতো মানুষ নেই। মাতৃভাষার চর্চা, বইপত্র এবং সংরক্ষণের অভাবে বাংলাদেশ থেকেই হারিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে ভাষাটির। বাংলাদেশে সিলেট অঞ্চলের ৩৫টি চা বাগানের গ্রামে তিন থেকে পাঁচ হাজারের মতো খাড়িয়া জনগোষ্ঠী রয়েছে। খাড়িয়া সমাজ প্রধান জহরলাল পাণ্ডে জানান, হাতে গোনা দশ-পনেরজন খাড়িয়া ভাষার গুটিকয়েক শব্দার্থ জানেন এবং কিছু কিছু বোঝেন। সব মিলিয়ে কিন্তু বাংলাদেশে খাড়িয়াদের মুখের ভাষা হিসেবে এটি এখন মৃতপ্রায়। "আমাদের পূর্বপুরুষরা এসেছে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাঁচি থেকে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, বাগানের জীবিকা নির্বাহের খাতিরে। ওরা যে ভাষাটা নিয়ে আসছে সেটা প্রয়োগ করতো। আমরা এখন বুঝতে পারতেছি কিন্তু কীভাবে ভাষাটি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বাঁচিয়ে রাখবো সেটাতো জানি না। যেমন এখন এরা দুইজন (ক্রিস্টিনা ও ভেরোনিকা) আছে। এই দুইজন যদি চলে যায় তাহলে বাংলাদেশে এই ভাষাটা থাকবেও না।„ ক্রিস্টিনা ও ভেরোনিকা কথা বলতে পারলেও খাড়িয়া ভাষায় লিখতে বা পড়তে পারেন না। এ ভাষায় কোনো বইপত্র বা শিক্ষার ব্যবস্থা বাংলাদেশে নেই। এছাড়া চা বাগানের পাড়াগুলোয় মিশ্র জাতির বসবাস থাকার কারণে সেখানে এখন বাগানে প্রচলিত ভাষা এবং বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। ক্রিস্টিনা বলছিলেন, "বাচ্চারা স্কুলে যায়। বাংলাভাষায় পড়ালেখা করে। বাংলা কথা বলে। বাংলা ভাষা ভালবাসে।„

বর্মাছড়া গ্রামের শিশুরা যে স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা পায় সেখানে অন্তত আটটি নৃ-গোষ্ঠী রয়েছে। বর্মাছড়া শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে শতাধিক শিক্ষার্থীর মধ্যে খাড়িয়া শিশু আছে ১৮-২০টি। স্কুলে গিয়ে দেখা গেল তাদের পাঠদান হচ্ছে বাংলায়। এই স্কুলের দুজন শিক্ষিকাও খাড়িয়া সম্প্রদায়ের। তারাও খাড়িয়া ভাষায় কথা বলতে পারেন না। তাদেরই একজন লিজা নানোয়ার বলেন, আমরা এখানে খুব সংখ্যালঘু। "আমরা জন্ম থেকেই ভাষাটা শুনিনি। দু,একজন পারে, তারা বাড়িতে ব্যবহার করে। আমরা তো সামগ্রিকভাবে এটা পাইনি। মৌখিকভাবে শুনেছি। বই আমি দেখিনি। বলতে গেলে আমরা হারিয়েই ফেলছি ভাষাটাকে। আর এখানে স্কুলে আমাদের পড়ানোর মাধ্যম হলো বাংলা। এই অবস্থায় আমরা বুঝতে পারি আমরা আসলে অনেক কিছু হারিয়েছি।„ (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৪ রিহাব)

সুগন্ধা সৈকতের নাম `বঙ্গবন্ধু বিচ, করার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা

কক্সবাজারের সুগন্ধা সমুদ্র সৈকতের নাম পরিবর্তন করে `বঙ্গবন্ধু বিচ, করার একটি প্রস্তাব নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। একটি সমুদ্র সৈকতের বহু পুরনো নাম হঠাৎ করে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন কেউ কেউ। গত সোমবার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে কক্সবাজারের জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেয়। চিঠি পাওয়ার কথা স্বীকার করলেও এই নির্দেশনা বাস্তবায়নে কিছু সমস্যা রয়েছে বলে জানিয়েছেন কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ শাহীন ইমরান। ফলে তারা এখনো কোন পদক্ষেপ নেননি। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "বঙ্গবন্ধুর নামে কোন কিছু করতে গেলে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের এ্যাপ্রুভাল লাগবে। আমরা যতদুর খোঁজ নিয়ে দেখেছি এই ক্ষেত্রে সেই এপ্রুভাল নাই। তাই আমরা কোন ব্যবস্থা নেইনি„।

সমুদ্র সৈকতের নাম বদলের এই প্রস্তাব করেছিল বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল। এর সভাপতি মো. সোলায়মান মিয়া বিবিসি বাংলাকে বলেন, "যেহেতু কক্সবাজার দিন দিন মানুষের যাতায়াত বেড়ে যাচ্ছে। বিচ এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানে এত বিচ অথচ জাতির পিতার নামে একটা বিচ থাকবে না? সেই তাগিদ থেকেই আমরা এই বিষয়ে আবেদন করেছি„। ঐ সংগঠন বলছে, তাদের আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করে তা সচিবের কাছে পাঠিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। মন্ত্রণালয় থেকে সেটি কক্সবাজারের জেলা প্রশাসকের

কাছে পাঠানো হয়। তবে বুধবার বিবিসি বাংলা যখন তার সঙ্গে এই বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করে, তিনি বলেন, ''সচিবের কাছ থেকে একটু আধটু শুনেছি, এ নিয়ে বিস্তারিত আমার জানা নেই''। তাহলে মন্ত্রীর অগোচরে চিঠি কিভাবে গেলো কক্সবাজারের জেলা প্রশাসকের কাছে? এমন প্রশ্নে মন্ত্রীর জবাব, ''আমি এটা খেয়াল করি নাই। এটা কী করে হয়? আমি এ বিষয়ে আগামীকাল কথা বলবো„। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনার নামে 'বঙ্গবন্ধু' যুক্ত করার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের অনুমোদন নেয়ার বিধান চালু হয়েছে ২০১৯ সালে। তবে ট্রাস্ট্রের কর্মকর্তারা বলছেন, সমুদ্র সৈকতের নাম বদলের কোন প্রস্তাবের কথা তাদের জানা নেই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাদুঘরের কিউরেটর ও ট্রাস্টের বাছাই কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বিবিসি বাংলাকে বলেন, ''আমার জানা মতে, বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে এমন কোন অনুমোদন দেয়া হয়নি„। গত আটই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ নামের একটি সংগঠন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একটি চিঠি দেয়। সংগঠনের সভাপতি মো. সোলায়মান মিয়া স্বাক্ষরিত ঐ চিঠিতে কক্সবাজারের সুগন্ধা সমুদ্র সৈকতের নাম 'বঙ্গবন্ধু বিচ' এবং সুগন্ধা ও কলাতলী বিচের মাঝখানের জায়গাটিকে বীর 'মুক্তিযোদ্ধা বিচ' নামকরণের দাবি জানানো হয়। সেই চিঠিতে দেখা যায়, ঐদিনই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক তার সচিবকে মার্ক করে চিঠিতে সাক্ষর করেন। এর দশ দিনের মাথায় গত ১৯ ফেব্রুয়ারি এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে কক্সবাজারের জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দিয়ে চিঠি পাঠায় মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অধিশাখার সহকারি সচিব মো. সাহেব উদ্দিন সাক্ষরিত ঐ চিঠিতে জানানো হয়, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মো. সোলায়মান মিয়া কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের দুটি পয়েন্টের নাম পরিবর্তনের জন্য মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন করেছিলেন। ঐ আবেদনের প্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১৩তম বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মঙ্গলবার চিঠি পাঠানো হয় জেলা প্রশাসকের কাছে। ঐ চিঠিতে বলা হয়, 'স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে সুগন্ধা বিচকে `বঙ্গবন্ধু বিচ, এবং সুগন্ধা ও কলাতলী বিচের মাঝখানের খালি জায়গার নাম হবে বীর মুক্তিযোদ্ধা বিচ,। ঐ চিঠির বিষয় কথা বলতে মন্ত্রণালয়ের সহকারি সচিব সাহেব উদ্দিনের সাথে যোগাযোগ করা হয়। তবে বুধবার এ নিয়ে তিনি বিবিসি বাংলার কাছে কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।

কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক শাহীন ইমরান বিবিসি বাংলাকে বলেন, ''মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আমাদের চিঠি দিয়েছে। আমরা চিঠিটা পেয়েছি। কিন্তু, বঙ্গবন্ধুর নামে কোন কিছু করতে গেলে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের এ্যাপ্রুভাল লাগবে। আমরা যতদুর খোঁজ নিয়ে দেখেছি এই ক্ষেত্রে সেই এপ্রুভাল নাই„। ''অনুমোদন ব্যতীত বঙ্গবন্ধুর নামে কোন কিছু করা সুযোগ নাই। প্রপার অথরিটি যারা তাদের অনুমোদন ছাড়া এটা ব্যবহার করা যাবে না„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মি. ইমরান। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ঐ চিঠির পর বিষয়টি নিয়ে খবর প্রকাশ করে বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যম। এরপর বিষয় নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা তৈরি হয় বিভিন্ন গণমাধ্যমে। এ নিয়ে ফেসবুকে বিভিন্ন ধরনের সমালোচনা করতে দেখা যায় অনেককে। মো. জামালউদ্দিন নামে একজন ফেসবুক পোষ্টে লিখেন, `সুগন্ধা বিচ বঙ্গবন্ধু বিচ নামে মেনে নিতে পারলাম না। ছোট্ট একটা বিচ কেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে হবে আমার প্রশ্ন„। ইউটিউব ও ফেসবুকেও অনেককে ট্রল করে পোস্ট করতে দেখা যায়। বুধবার কক্সবাজারে বেড়াতে গিয়ে অনেকে আবার ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে বলছেন, ''বঙ্গবন্ধু বিচ ঘুরতে এলাম„। কোন কোন ফেসবুক গ্রুপ থেকে নতুন নামকরণের বিষয়টি নিয়ে গ্রুপের সদস্যদের কাছ থেকে মতামতও জানতে চাওয়া হয়। সে সব মতামতে বেশিরভাগ ফেববুক ব্যবহারকারীদেরই এ নিয়ে নানা ধরনের নেতিবাচক মন্তব্যও করতে দেখা গেছে। যদিও কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতের নাম পরিবর্তন হয়নি বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ শাহীন ইমরান বিবিসি বাংলাকে বলেন, ''আমরা এ নিয়ে কোন উদ্যোগ নেইনি। সুতরাং আগে এ সমুদ্র সৈকতের নাম যেটি ছিলো সেটিই আছে„। ''একটা মিনিস্ট্রি একটা প্রপোজাল করলেন, সেটা তো তাৎক্ষনিকভাবে তো এটা কার্যকর করার কিছু নাই। বিষয়গুলো আমাদের দেখতে হবে। এ নিয়ে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের কোন অনুমোদন নেই„, বলছিলেন মি. ইমরান। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম বঙ্গবন্ধুর নামে করার এক ধরনের প্রবণতা দেখা গেছে বাংলাদেশে। এমন পরিস্থিতিতে ২০১৯ সালের এপ্রিলে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এই ধরনের কোন কিছুর নামকরণ করার আগে তাতে বঙ্গবন্ধু ট্রাস্টের অনুমতি লাগবে। তবে সেই সভায় সিদ্ধান্ত হয় শুধু নাটক, সাহিত্যকর্ম ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে আগে থেকে এ ধরনের অনুমতির প্রয়োজন হবে না। শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের নামে কোন প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনার ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল জাদুঘরের কিউরেটর ও নাম বাছাই কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বিবিসি বাংলাকে বলেন, ''বঙ্গবন্ধুর নামে এমন কিছু করতে হলে আগে থেকেই ট্রাস্টের কাছে আবেদন করতে হয়„। নিয়ম অনুযায়ী কেউ নামকরণের আবেদন করলে সেই আবেদন বাছাই করা হবে ট্রাস্টের সদস্য ও জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ নূরে আলম চৌধুরী লিটনের নেতৃত্বে। যাচাই-বাছাই শেষে কমিটি প্রাথমিকভাবে অনুমোদন দিলে পরবর্তীতে

সেটি ট্রাস্টের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পাঠানো হয়। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পরই নামকরণ হতে পারে বঙ্গবন্ধু বা তার পরিবারের কারো নামে। মি. খান বিবিসি বাংলাকে বলেন, ”কক্সবাজারের একটি সমুদ্র সৈকতের নাম বঙ্গবন্ধুর নামে করার বিষয়ে কিছু খবর পত্রিকায় দেখেছি। তবে আমার জানা মতে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে এ ধরনের কোন আবেদন করা হয়নি, কিংবা এমন কোন অনুমোদনও ট্রাস্ট দেয় নি„।

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায় : রুহুল কবির রিজভী

বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বিএনপির নেতা-কর্মীরা সব ধরনের দমন-পীড়ন সহ্য করে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে রাজপথে নেমেছে। তিনি বলেন, ”দেশের মানুষ নির্ভয়ে উচ্চকণ্ঠে কথা বলতে এবং একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আজকের এই দিনে আমরা শপথ নিচ্ছি- ভাষা শহীদদের দেখানো পথ অনুসরণ করে তা পালন করব।„ অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের আগে নীলক্ষেতের বলাকা সিনেমা হলের সামনে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি। এক প্রশ্নের জবাবে রুহুল কবির রিজভী বলেন, ”এক দফা আন্দোলন থেমে নেই। আন্দোলন চলছে। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।„ তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের পতন এবং একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত তারা এক দফা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। উল্লেখ্য, সকাল ৭টায় নীলক্ষেতের বলাকা সিনেমা হলের সামনে কালো ব্যাজ ধারণ করে জড়ো হন দলের নেতা-কর্মীরা। এরপর তারা প্রথমে আজিমপুর কবরস্থানে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের কবরে ফাতেহা পাঠ শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের উদ্দেশে রওনা হন। বেলা ১০টা ৪৭ মিনিটে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পৌঁছে বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২১.০২.২০২৪ এলিনা)

বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা করার লক্ষ্য রয়েছে বাংলাদেশের : হাছান মাহমুদ

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে বাংলাদেশের। তিনি বলেন, ”আমাদের স্বপ্ন বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা করা। আমি জানি এখানে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, কিন্তু এটাই আজ আমাদের স্বপ্ন।„ বুধবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সকালে ঢাকার বেইলি রোডে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জাতীয় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সভায় তিনি এ কথা বলেন। হাছান মাহমুদ সামনের চ্যালেঞ্জের কথা স্বীকার করলেও জাতীয় স্বপ্নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরও বলেন, ”একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আজ সকল ভাষা সংরক্ষণের প্রেরণা। বহুভাষার সংস্কৃতির মেলবন্ধন পৃথিবীতে শান্তি, সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় বড় ভূমিকা রাখতে পারে।„ হাছান মাহমুদ বলেন, কানাডাপ্রবাসী দুজন বাঙালি রফিক ও সালামের উদ্যোগ এবং বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্রুততম সময়ের সিদ্ধান্তে জাতিসংঘে প্রস্তাব পাঠানোর পর ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেসকোর এক ঘোষণায় ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পায়। তিনি বলেন, ”এর মধ্য দিয়ে বাঙালির সেই আত্মত্যাগের দিনটি বিশ্বের প্রতিটি মানুষের মায়ের ভাষার অধিকার রক্ষার দিন হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে এবং মানুষ বহুভাষাকে সযত্ন ধারণের প্রেরণা পেয়েছে„। অনুষ্ঠানে ঢাকায় নিয়োজিত বিভিন্ন বিদেশি মিশনের প্রতিনিধি, পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্সের সচিব রিয়ার অ্যাডমিরাল (অব.) মো. খুরশেদ আলম, অতিরিক্ত পররাষ্ট্রসচিব ড. নজরুল ইসলাম, ফরেন সার্ভিস একাডেমির রেক্টর মাশফি বিনতে শামসসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২১.০২.২০২৪ এলিনা)

শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হওয়া উচিত : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ”আমাদের শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হওয়া উচিত। পাশাপাশি অন্য ভাষা শেখারও সুযোগ থাকা উচিত।„ বুধবার (২১ ফেব্রুয়ারি) শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৪ উপলক্ষে সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন। শেখ হাসিনা বলেন, শিক্ষার জন্য মাতৃভাষাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ”এটাই আমি বিশ্বাস করি। যদি কেউ তার মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পায় তাহলে সেই শিক্ষা গ্রহণ করা, সেই শিক্ষাকে জানা, সেই শিক্ষা বোঝা অনেক সহজ হয়ে যাবে।„ তিনি বলেন, ”যেহেতু আমরা আমাদের মাতৃভাষার জন্য লড়াই করেছি, আমি মনে করি আমাদের শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হওয়া উচিত... এবং এটি প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু হওয়া উচিত।„ তবে কর্মক্ষেত্রে পুরো বিশ্ব এখন একে অপরের এত কাছাকাছি যে, অন্য ভাষা শেখারও প্রয়োজন রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ”দেশের শিশুরা যেহেতু

অনেক মেধাবী তাই তাদের জন্য দু-তিনটি ভাষা শেখা কঠিন কাজ হবে না। বিশ্বের অনেক দেশেই এ ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে।„ শেখ হাসিনা বলেন, প্রাথমিক স্তর থেকে যদি এই শেখার প্রক্রিয়া শুরু না হয়, তবে শিশুরা এটি সঠিকভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হবে না। ... এইভাবে জ্ঞান অর্জনের পথ সহজ ও প্রশস্ত হবে।„ তিনি অভিভাবকদের একটি অংশের তাদের সন্তানদের মাতৃভাষা ছাড়া ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে ভর্তি করার মানসিকতার সমালোচনা করেন। তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, দেশের একটি অংশ এখন ইংরেজি উচ্চারণে বাংলা উচ্চারণ করে, যা খুব হাস্যকর শোনায়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী রুমানা আলী এবং বাংলাদেশে ইউনেসকোর প্রতিনিধি সুসান মেরি ভিজ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. শিশির ভট্টাচার্য। শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু ভাষায় অনূদিত `অসমাপ্ত আত্মজীবনী,, মাতৃভাষা পিডিয়া ও পকেট ডিকশনারির মোড়ক উন্মোচন করেন। এ ছাড়া, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আয়োজিত ভাষাবিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার ও সনদপত্রও বিতরণ করেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২১.০২.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

খৎনা করাতে গিয়ে ঢাকায় আবারো এক শিশুর মৃত্যু, গ্রেফতার দুই চিকিৎসক

খৎনা করাতে গিয়ে শিশু আয়ানের মৃত্যুর রেশ কাটতে না কাটতেই এবার রাজধানী ঢাকাতে একই ধরনের ঘটনায় মারা গিয়েছে এক শিশু। দুঃখজনক এমন ঘটনার শিকার হয়েছে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী আহনাফ তাহমিন আয়হাম। আরো রয়েছে ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধির প্রতিবেদনে :

খৎনা করাতে গিয়ে শিশু আয়ানের মৃত্যুর রেশ কাটতে না কাটতেই আবারো খোদ ঢাকাতেই খৎনা করাতে গিয়ে মারা গেলো মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী আহনাফ তাহমিন আয়হাম। এ ঘটনায় দুই চিকিৎসককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার দুই চিকিৎসককে জেলগেটে দুই দিনের জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। বুধবার তাদেরকে আদালতে হাজির করে রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হাতিরঝিল থানার উপ-পরিদর্শক রুহুল আমিন। শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাজেশ চৌধুরীর আদালত এ আদেশ দেন। পরবর্তীতে আদালত অভিযুক্ত দুই চিকিৎসককে জেলগেটে দুই দিনের জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ দেন। জানা গেছে, মালিবাগের জে এস ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড মেডিকেল চেকআপ সেন্টারে অর্থোপেডিক ও ট্রমা সার্জন ডা. এস এম মুক্তাদিরের তত্ত্বাবধানে মঙ্গলবার রাতে সন্তানকে সুন্নতে খৎনা করাতে যান আয়হামের বাবা ফখরুল আলমের অভিযোগ, লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়ার কথা থাকলেও ফুল অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়ায় আহনাফের জ্ঞান ফেরেনি (স্বকণ্ঠে) : ঢোকার পরে দেখি যে আমার ছেলে আর নাই। আসলে দুই ঘন্টা যাবত কৃত্রিমভাবে দেখাইছে যে ও জীবিত আছে। আমার বড় ছেলে, আমার সোনার টুকরা ছেলে। গতকালকে আমার ছেলেকে সুন্নতে খৎনা করার জন্য নিয়ে গিয়েছিলাম পৌনে আটটার দিকে। আটটা থেকে অপারেশন শুরু হয়। সার্জারি ডাক্তার বের হয়ে হাত মুছতে মুছতে চলে যাচ্ছিলেন, বললাম স্যার কি হলো, উনি বললেন আমি জানিনা অ্যানেস্থেসিয়া ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করেন।
(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ২১.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র পাল্টাপাল্টি বক্তব্য

বাংলাদেশে আজ পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এ দিবসকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি'র মধ্যে পাল্টাপাল্টি বক্তব্য নিয়ে ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতার পাঠানো একটি প্রতিবেদন :

মায়ের ভাষা রক্ষায় যারা অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন, অমর একুশের প্রথম প্রহরে সেসব ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আসেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রাত ১২ টা ১ মিনিটে দিবসের প্রথম প্রহরেই ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের শহীদ, জাতির সূর্য সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তাঁরা। প্রথমে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এ সময় কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন তারা।

এরপর মন্ত্রিপরিষদ সদস্য ও দলের নেতাদের নিয়ে, আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সময় বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা করার দাবি জানান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী,ডেপুটি স্পিকার এ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু। পরে বেদীতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সেনা নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানরা। মাতৃভাষা দিবসে শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকসহ বিশিষ্টজনেরা। এদিকে, অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও বিশিষ্টজনদের পক্ষ থেকে ফুলেল শ্রদ্ধা জানানো হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। এ সময় তারা সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের দাবী তুলে,অসাম্প্রায়িক বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

১৯৫২ সালের ভাষা সংগ্রামের ইতিহাসের আদলে পুরো শহীদ মিনার বেদি এলাকা ফুল দিয়ে সাজানো হয়। ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দিতে আসেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। এসময় ওবায়দুল কাদের বলেন (স্বকণ্ঠে) : সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবৃক্ষ বিএনপির নেতৃত্বে ডালপালা বিস্তার করেছে, এই বিষবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করবো আমরা। আর শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধার ফুল দিয়ে, বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন,পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মতো আচরণ করছে সরকার (স্বকণ্ঠে) : আমরা আজও গণতন্ত্রহারা, আমরা আজও অধিকারহারা। ভোটাররা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছে না। তারা অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য দাবি করে আসছে। (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ২১.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

এনএইচকে

জাতিসংঘের প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দেওয়ায় ইসরায়েল দৃশ্যত রাফাহ আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী দক্ষিণ গাজা ভূখণ্ডে রাফাহকে লক্ষ্য ধরে নিয়ে স্থল হামলা চালাতে দৃশ্যত বদ্ধপরিকর বলে মনে হচ্ছে। ইসরায়েলের সাবেক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং বর্তমান যুদ্ধ মন্ত্রিসভার সদস্য বেনি গ্যান্টয রবিবার বলেছেন যে হামাস রমজানের মধ্যে সমস্ত জিম্মিকে মুক্তি দিতে ব্যর্থ হলে সামরিক বাহিনী রাফাহর দিকে আগ্রসর হবে। উল্লেখ্য, এবছর ১০ই মার্চ নাগাদ মুসলিমদের রোজা শুরু হবে। প্রায় ১.৫ মিলিয়ন মানুষ এখন রাফাহতে অবস্থান করছেন, উত্তর গাজা থেকে পালিয়ে এসে এলাকায় আশ্রয় নেয়া ফিলিস্তিনিরাও যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এদিকে ইসরায়েলি বাহিনী রাফাহ শহরের উত্তরে খান ইউনিসের উপর মারাত্মক হামলা অব্যাহত রেখেছে। বেসামরিক হতাহতের ঘটনা আরও বৃদ্ধির আশঙ্কায়, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ মঙ্গলবার ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে অবিলম্বে মানবিক যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাবের উপর ভোট গ্রহণ করে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চলমান সংবেদনশীল আলোচনাকে এটি বিপন্ন করতে পারে বলে দাবি জানিয়ে আবারও সেই প্রস্তাবে ভেটো দেয়। জাপান সহ পরিষদের ১৫ সদস্যের মধ্যে ১৩টি সেই খসড়া প্রস্তাব সমর্থন করেছিল। (এনএইচকে ওয়েব পেজ : ২১.০২.২০২৪ এলিনা)

ডয়চে ভেলে

বইমেলায় `বেআইনি, অনুবাদের বই

অমর একুশে গ্রন্থমেলায় এবারও বেশ কিছু প্রকাশনী ইংরেজি সাহিত্যের অনুবাদের বই নিয়ে এসেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল লেখকের অনুমতির ধার ধারেননি প্রকাশক। কপিরাইট আইন না মানার কারণে মূল লেখক এই বইগুলো থেকে গ্রন্থস্বত্ত্ব পাচ্ছেন না। বাংলা একাডেমী ও কপিরাইট অফিস মাঝে মধ্যে অভিযান চালালেও এই প্রবণতা বন্ধ হয়নি। কপিরাইটের অনুমতি নেওয়ার ক্ষেত্রে অনুবাদকদের এই অনীহা কেন? কিংবা সমস্যাটা আসলে কোথায়? অনন্যা প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী মনিরুল হক ডয়চে ভেলেকে বলেন, ``আমরা যে বইগুলো প্রকাশ করি, সেগুলোর কপিরাইট অনুবাদক নিজেই সংগ্রহ করেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হয়, লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা কঠিন হয়ে পড়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখক এত বেশি গ্রন্থস্বত্ত্ব দাবি করেন যে, সেটা পূরণ করা কঠিন হয়ে যায়। আমাদের এখানে একটা ভালো অনুবাদের বই বেশি বিক্রি হলেও হাজার খানেক কপি বিক্রি হয়। এর থেকে তাকে আপনি কত টাকা গ্রন্থস্বত্ত্ব দেবেন? ফলে কপিরাইটের অনুমোদন নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।,,

এবারের বইমেলায় অনুবাদের কতগুলো বই এসেছে তার কোনো পরিসংখ্যান বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের কাছে নেই। বইমেলা ঘুরে দেখা গেছে, সন্দেশ প্রকাশনী শুধুই অনুবাদের বই প্রকাশ করছে। প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকার মারা গেছেন। এখন প্রকাশনা দেখছেন মিজানুর রহমান। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, ``এবার এখন পর্যন্ত আমরা মাত্র তিনটি নতুন বই এনেছি।,, সেইগুলোর কপিরাইট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ``অনুবাদকের কাছে থাকতে পারে।,, তবে কিছু বইয়ের কপিরাইট আছে বলে দাবি করেন তিনি। বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের ডেপুটি রেজিস্টার আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক ডয়চে ভেলেকে বলেন, ``এখন পর্যন্ত আমরা টাস্কফোর্সের দু,টি অভিযান চালিয়েছি। আর বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ তিনটি অভিযান চালিয়েছে। কপিরাইট না থাকার কারণে আমরা তিন শতাধিক বই জব্দ করেছি। বইমেলায় অনুবাদের বই প্রকাশের আগে মূল লেখক বা প্রকাশকের অনুমতিপত্রের কপি কপিরাইট অফিসে জমা দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু হাতেগোণা কয়েকজন প্রকাশক ছাড়া কেউ এটা জমা দেন না। এটা আমরা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছি।,, কপিরাইট আইন অনুযায়ী, লেখকের মৃত্যুর পরবর্তী ৬০ বছর তার পরিবার গ্রন্থস্বত্ত্ব হিসেবে রয়্যালিটি পায় প্রকাশকের কাছ থেকে। ৬০ বছর পরে সেগুলো পাবলিক প্রপার্টি হয়ে যায়। তখন কেউ যদি সে লেখকের কোনো বই প্রকাশ করতে চান তাতে কোনো বাধা নেই।

বাংলা একাডেমীর অনুবাদ শাখার দায়িত্বে আছেন উপ-পরিচালক সায়েরা হাবীব। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, ``বাংলা একাডেমী যে অনুবাদের বইগুলো প্রকাশ করে, সেগুলোর কপিরাইট নিশ্চিত করার পরই প্রকাশ করা হয়। অনুবাদক সেগুলো সংগ্রহ করেন। এবার আমরা বিদেশি কোনো লেখকের বই অনুবাদ করিনি। প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহে আমাদের লেখকদের ৭টি বই আমরা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছি। যেগুলো বিদেশিদের কাছে আমরা দিতে পারবো।, কপিরাইট

নেয়ায় সমস্যার দিকগুলো সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ``মূল বাধা লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ করা। দ্বিতীয়ত, আমাদের মধ্যে আইন মানার প্রবণতা কম। আর তৃতীয়ত, এমন গ্রন্থস্বত্ব তারা দাবি করেন, সেটা অনেক সময় হয়ত আমাদের প্রকাশকদের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হয় না।,,

বইমেলা ঘুরে একাধিক প্রকাশকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, অনুবাদের বইয়ের গ্রন্থস্বত্ব যদি লেখককে দিতে হয়, তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নানা নিয়মনীতির মধ্যে যেতে হয়। সেসব নিয়মনীতি সহজ হলে অনুমতি নেওয়ার আগ্রহ বাড়তো। বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়েল পোপার্টি ফোরামের সিইও মনজুরুর রহমান ডয়চে ভেলেকে বলেন, ``আমাদের দেশে আইন মানার প্রবণতা কম। অনেক প্রকাশক এই আইনই জানেন না। যেমন, ধরেন, কোনো ইংরেজি বই, যেটার অনুবাদ বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজন বা বাংলাদেশে এর আগ্রহ রয়েছে, সেই বইয়ের লেখককে খুঁজে পাওয়া না গেলে কপিরাইট অফিসে অনুমোদনের জন্য আবেদন করা যেতে পারে। কপিরাইট অফিস তাদের অনুমোদন দিতে পারে। এভাবেও কোনো প্রকাশক কখনো আবেদন করেননি। কারণ, তিনি এটা জানেন না। সবচেয়ে বড় কথা হলো, লেখকের অনুমতি ছাড়া অনুবাদ করা, সরাসরি চুরি করার শামিল। কপিরাইট আইনে জেল-জরিমানার বিধান আছে। এটা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ, এটা কেউ নিতে পারবে না।,, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. নেভিন ফরিদা ডয়চে ভেলেকে বলেন, ``সাহিত্যে অনুবাদ ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠছে। সেখানে এভাবে বিদেশি লেখকদের অনুবাদ বিনা অনুমতিতে প্রকাশ করা তো অপরাধ। অনুমতিহীন গ্রন্থ প্রকাশ যে আমাদের সাহিত্যকেই অমর্যাদা করে। অনৈতিক কাজটি মানসম্মানও ক্ষুন্ন করে। মানসম্মত অনুবাদ একেবারেই কম। তারপর বেশি করে অনুবাদের বই আসা উচিত। অনুবাদের বই লেখকের অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করা শুধু অন্যায় নয়, এটা বড় অপরাধও।,, (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৪ রিহাব)

তারা আমাকে জেলে পাঠাতে পারেন : ড. ইউনূস

জার্মানির সাপ্তাহিক ডি সাইট পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস তাকে জেল দেওয়া হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। সাক্ষাৎকারটি মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে। শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গতমাসে ড. ইউনূসকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এখন তিনি জামিনে আছেন। গত বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে ড. ইউনূস অভিযোগ করেন, গ্রামীণ ব্যাংক তাদের আটটি প্রতিষ্ঠান জবরদখল করেছে। তবে গত শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান এ কে এম সাইফুল মজিদ দাবি করেন, সাতটি প্রতিষ্ঠান আইন মেনেই নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয়েছে। ড. ইউনূস মানি লন্ডারিং করেছেন- এমন প্রমাণ হাতে রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। রোববার এক বিবৃতিতে এই অভিযোগ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও মানহানিকর বলে দাবি করে ইউনূস সেন্টার।

সাম্প্রতিক এসব ঘটনার পেছনে কে আছে- এই প্রশ্নের জবাবে ড. ইউনূস বলেন, ``বাংলাদেশে সবাই জানে, এসব কীভাবে ঘটে। কারও নাম নিতে নেই; এটা অনেক খারাপ পরিণতি নিয়ে আসে।,, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'ইউনূসকে পদ্মা নদীতে চুবানি' দেওয়া সংক্রান্ত মন্তব্য প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ড. ইউনূস বলেন, ``তিনি নিশ্চিত করতে চান যে, মানুষ আমাকে ঘৃণা করুক।,, শেখ হাসিনা কেন এমন চান সেটি তিনি জানেন না বলেও সাইট অনলাইনকে জানান ড. ইউনূস। ``কেউ বলে এটা ব্যক্তিগত, কেউ বলে এটা রাজনৈতিক।,, ২০১১ সালে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ তোলা হলে ড. ইউনূস বলেন, ``আমাকে সরানোর পর তারা আশা করেছিলেন, আমাকে আর দেখা যাবে না, কেউ আমাকে মনে রাখবে না।,, এরপরও ড. ইউনূস সম্ভবত বাংলাদেশের সবচেয়ে পরিচিত নাগরিক এবং তাকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বক্তৃতা দিতে ডাকা হয়- সাইট অনলাইন এমন তথ্য উল্লেখ করলে নোবেলজয়ী বলেন, ``তারা জানতেন না, এটা কীভাবে কী করতে হবে। সে কারণে তারা এখন হাস্যকর আইনি মামলা নিয়ে এসেছেন।,,

কিছু মানুষ বলেন, শেখ হাসিনা তার (ইউনূসের) জনপ্রিয়তায় শঙ্কিত এবং তিনি (ইউনূস) হয়ত প্রধানমন্ত্রী হতে চান- সাইট অনলাইনের সাংবাদিকদের এমন কথার প্রতিক্রিয়ায় ড. ইউনূস বলেন, ``দ্যাটস দ্য লাস্ট থিং আই ওয়ান্ট (এটা সবশেষ বিষয়, যা আমি চাই)। যা করছি তা নিয়েই আমি খুশি।'' আগামীতে কী হতে পারে বলে আপনি মনে করেন- এই প্রশ্নের উত্তরে ড. ইউনূস বলেন, ``অনেক ধরনের সামাজিক ও আইনি শাস্তি। তারা আমাকে জেলে পাঠাতে পারেন। এছাড়া আমার আরও আশঙ্কা, এতদিন ধরে যা তৈরি হয়েছে সব ধ্বংস করা হবে।'' সাক্ষাৎকারের এক পর্যায়ে রাশিয়ায় নাভালনির মৃত্যুর প্রসঙ্গ তোলা হলে ড. ইউনূস বলেন, ``হ্যাঁ, এটা মর্মান্তিক। মানুষ এখন তাদের চোখে এই প্রশ্ন নিয়ে আমার দিকে তাকায়। তাদের আশঙ্কা, আমার সঙ্গে একই বিষয় ঘটতে পারে।,, ড. ইউনূস বলেন, তার অনেক বন্ধু তাকে তাদের দেশে থাকতে বলেছেন। ``আমাকে নাগরিকত্ব, বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করার সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমি বাংলাদেশ ছাড়তে চাই না। আমি তাদের সবসময় বলি, আমি সারা জীবন বাংলাদেশে কাজ করেছি। তাছাড়া আমি যদি যাই, আমি যাদের সঙ্গে কাজ করি, তাদের কী হবে?'' বলেন তিনি।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৪ রিহাব)

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার: ৬৮ বছরেও আলোর মুখ দেখেনি কমপ্লেক্স

স্বাধীনতার আগে পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের রোষানল আর স্বাধীনতার পর প্রশাসনের উদাসীনতায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ঘিরে কমপ্লেক্স গড়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যায়নি। আংশিক আদল নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে স্মৃতির মিনার। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের কত লাখ অনুকৃতি বাংলাদেশে হয়েছে তার সঠিক হিসাব নেই। তবে এর শিল্পী হিসেবে হামিদুর রাহমান আমাদের সঙ্গে চিরদিনের মতো রয়ে যাবেন। `হৃৎকলমের টানে, বইয়ে এমন মন্তব্য করেছেন সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক। বাঙালির অনন্য গৌরবের পীঠস্থান এই শহীদ মিনার নিয়ে তৃপ্ত হতে পারেননি হামিদুর রাহমান। বরং তার মধ্যে ছিল আক্ষেপ। কারণ, মূল যে পরিকল্পনা, তা বাস্তবায়িত হয়নি। এখনো সেটা খণ্ডিতরূপেই দাঁড়িয়ে আছে। সেই ষাটের দশকের শেষদিকে প্রবাসী হয়ে যাওয়া হামিদুর রাহমান সবশেষ ঢাকায় এসেছিলেন ১৯৮৬ সালে। শহীদ মিনারে গিয়ে দুঃখ করেন তিনি, বলেছিলেন, ``মিনারের স্ট্রেইন গ্লাস এখনও লাগানো হয়নি! ওটা আমার পরিকল্পনায় ছিল।,, তারই ছোট ভাই নাট্যকার সাঈদ আহমদ এ প্রসঙ্গ টেনেছেন এক স্মৃতিকথায়। তিনি আরো লিখেন, ``হামিদুর রাহমানও তার স্বপ্নের শহীদ মিনারের পূর্ণ বাস্তবায়ন করে যেতে পারলেন না।,, শহীদ মিনারের শিল্পী হামিদুর রাহমান ১৯৮৮ সালে মারা যান ক্যানাডায়। এ প্রসঙ্গে বাংলাপিডিয়ার বিবরণ এমন- ``নকশায় মিনারের মূল অংশে ছিল মঞ্চের ওপর দাঁড়ানো মা ও তাঁর শহীদ সন্তানের প্রতীক হিসেবে অর্ধবৃত্তাকার স্তম্ভের পরিকল্পনা। স্তম্ভের গায়ে হলুদ ও গাঢ় নীল কাচের অসংখ্য চোখের প্রতীক খোদাই করে বসানোর কথা ছিল, যেগুলি থেকে প্রতিফলিত সূর্যের আলো মিনার-চত্বরে বর্ণালির এফেক্ট তৈরি করবে। এছাড়া মিনার-স্থাপত্যের সামনে বাংলা বর্ণমালায় গাঁথা একটি পূর্ণাঙ্গ রেলিং তৈরি ও মিনার চত্বরে দুই বিপরীত শক্তির প্রতীক হিসেবে রক্তমাখা পায়ের ও কালো রঙের পায়ের ছাপ আঁকাও মূল পরিকল্পনায় ছিল। পাশে তৈরি হওয়ার কথা ছিল জাদুঘর, পাঠাগার ও সংগ্রাম-বিষয়ক দীর্ঘ দেয়ালচিত্র (ম্যুরাল)।,,

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার একটি ছিল শহীদ মিনার নির্মাণ। মতিউর রহমান সম্পাদিত `একুশের পটভূমি একুশের স্মৃতি, বইয়ে তা উল্লেখ করেছেন রফিকুল ইসলাম। `শহীদ মিনারের কথা, শিরোনামে তিনি আরো লিখেছেন, ১৯৫৬ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বর্তমান শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। আর কাজ শুরু হয় ১৯৫৭ সালে। প্রাদেশিক সরকারে তখন আওয়ামী লীগ। তাদের ক্ষমতার ১৪ মাসে শহীদ মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন দ্রুত অগ্রসর হয়।

স্থাপত্য অধিদপ্তরে সংরক্ষিত নথি ও ১৯৫৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি প্রণীত শহীদ মিনারের মূল নকশার তথ্যমতে, ১৯৫৬ সালে শহীদ মিনার নির্মাণকাজের তত্ত্বাবধানে ছিল সিঅ্যান্ডবি (তৎকালীন সড়ক ও গণপূর্ত বিভাগ)। নকশা প্রণয়নে হামিদুর রহমানের সহযোগী ছিলেন ভাস্কর নভেরা আহমেদ। আর সরকারের পক্ষে ছিলেন তৎকালীন প্রধান সরকারি স্থপতি জিন ডেল্যুরেন। তখন নির্মাণকাজ এগিয়ে চললেও ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হলে তা থেমে যায়। এরপর পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে তিনদফা শহীদ মিনার নির্মিত হয়। কিন্তু কোনোবারই পরিকল্পনার পুরোটা আলোর মুখে দেখেনি। তবে এর পেছনে প্রশাসনের অনীহা শুধু নয়, স্থাপত্য-বাস্তবতাও থাকতে পারে। কারণ, বাস্তবায়নযোগ্য কারিগরি নকশায় অনেক সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে করা হয় বলে মনে করেন স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাবেক প্রধান স্থপতি আ. স. ম. আমিনুর রহমান। তিনি ডয়চে ভেলেকে বলেন, ``শহীদ মিনারের আদি নকশা আমি দেখেছি, সেখানে মিউজিয়ামের বিষয়টি ছিল না। তাদের পরিকল্পনায় থাকতে পারে, কিন্তু নকশায় সমন্বয় করা হয়নি। তবে নকশায় আট ফুটের বেদি ছিল।,, তবে তিনি বলছেন, ``মা ও সন্তান মিলিয়ে শহীদ মিনারের যে থিম, তা চমৎকার কাজ, শৈল্পিক তো বটেই।,,

চার বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যে মহাপরিকল্পনা সামনে আসে সেখানেও রয়েছে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ১৬টি ঐতিহাসিক স্থাপনার মধ্যে একে অন্যতম হিসেবে যুক্ত করেন সংশ্লিষ্টরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাপরিকল্পনায় শহীদ মিনার চত্বর বড় করার দিকে জোর দেওয়া হয়, যাতে শহীদদের স্মৃতি বিজড়িত স্থাপনা এলাকা যানজটের মতো বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত থাকে। আর বজায় থাকে এর গাম্ভীর্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে নতুন মহাপরিকল্পনা তৈরির কমিটিতে যুক্ত ছিলেন স্থাপত্য অধিদপ্তরের তখনকার প্রধান স্থপতি আ. স. ম. আমিনুর রহমান। তিনি ডয়চে ভেলেকে জানালেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী, শহীদ মিনার এলাকায় একটি ভাষা জাদুঘর করার কথা। সেখানে দেশি-বিদেশি দর্শনার্থীরা ভাষা আন্দোলন ও এর শহিদদের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবেন। তিনি আরো বলছেন, `কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকার পরিসর বড় করা সময়ের চাহিদা। মহাপরিকল্পনার কমিটির সবাই এ বিষয়ে একমত ছিলেন। এর জন্য সামনে রাস্তা বন্ধ করা, আশপাশের আবাসনগুলো সরিয়ে ফেলার বিষয়েও সব পক্ষের সম্মতি ছিল। কিন্তু শহীদ মিনারের পেছনে সোজা একটি রাস্তা করার প্রস্তাব রাখা হলেও সে স্থানটি ঢাকা মেডিকেলের জায়গায় থাকার কারণে তা ঝুলে যায়।,, ঢাকা মেডিকেল কলেজের সঙ্গে সমন্বয় না হওয়ায় যে শহীদ মিনার নিয়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না- সম্প্রতি গণমাধ্যমে এমন ভাষ্য দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল। যোগাযোগ করা হলে ডয়চে ভেলের কাছে তিনি এ বিষয়টিই তুলে ধরেন।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের ফটকের একপাশে সাইনবোর্ডে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে রয়েছে এর মর্যাদা, ভাবগাম্ভীর্য ও পবিত্রতা সংরক্ষণের তাগিদ। নির্দেশনার মধ্যে রয়েছে, ভাষাসৈনিকদের প্রকৃত তালিকা তৈরি, শহীদ মিনারের পাশে একটি লাইব্রেরিসহ ভাষা জাদুঘর নির্মাণের মতো বিষয়। ২০১০ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি রোববার বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি আবু তাহের মো. সাইফুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ এ ধরনের আদেশ দেন। এর পেছনে ছিল মানবাধিকার ও পরিবেশবাদী সংগঠন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ-এর একটি রিট। সেখানে আবেদনকারী আইনজীবী হিসেবে ছিলেন অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ। রিট করার প্রেক্ষাপট জানতে চাইলে তিনি ডয়চে ভেলেকে বলেন, ``কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার একটি পবিত্র জায়গা, যেখানে ভাষাশহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে আমরা সমবেত হই। পত্রিকায় প্রতিবেদন এসেছিল, সেখানে মাদকাসক্ত ঘুরে বেড়ায়, রাতে অসামাজিক কাজ হয়, কুকুর ঘুরতো। এটা পড়ে আমরা রিট পিটিশন করি।,, তিনি আরো বলেন, শিল্পী হামিদুর রাহমানের নকশায় শহীদ মিনার নিয়ে আরো ব্যপক পরিকল্পনা ছিলো। এটা আদালতে আলোচনায় এসেছিল। রিটের শুনানি হওয়ার পর হাইকোর্ট শহীদ মিনার নিয়ে বেশকিছু নির্দেশনা দিয়েছিল। এরমধ্যে ছিল- কেউ যেন মূল বেদিতে জুতো পায়ে না ওঠে। নিরাপত্তার জন্য সিটি কর্পোরেশন ও পুলিশকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। উচ্চ আদালতের নির্দেশনার কারণে নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতার মতো বিষয়ে অগ্রগতি হলেও অন্য সব বিষয়ে অগ্রগতি কম। এ বিষয়ে আবার আদালতে যাবেন বলেও জানিয়েছেন মনজিল মোরসেদ। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৪ রিহাব)

ক্যানাডায় স্থায়ী হতে আসা বাংলাদেশিদের চাকরি না পাওয়ার হতাশা

সুমিত আহমদ। সিলেট থেকে ক্যানাডার টরন্টোতে এসেছেন পাঁচ মাস মাস হলো। এখনো কোনো কাজ পাননি। প্রতিদিন হন্যে হয়ে কাজ খুঁজছেন। কিন্তু কোথাও তিনি ইতিবাচক কোনো সাড়া পাচ্ছেন না। প্রতিদিন দুবেলা করে বাংলাদেশি এলাকাখ্যাত ড্যানফোর্থে আসেন, যদি কারো মাধ্যমে কোনো কাজের সুযোগ পাওয়া যায়। এ অবস্থায় কিভাবে চলছেন জানতে চাইলে সুমিত আহমেদ বলেন, ``সরকার যে টাকা (রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলে প্রতি ব্যক্তিকে মাসে ৭০০ ডলারের মতো) দেয়, আপতত সেটা দিয়েই চলছি।,, একই অবস্থা এক সময়ের কাতার প্রবাসী হাসমত শিকদারের। তার বাড়ি সিলেটের বিয়ানী বাজারে। উন্নত জীবনের আশায় তিন মাস আগে সুমিত আহমেদের মতো তিনিও টরন্টোতে এসেছেন ভ্রমণ ভিসায়। তবে স্থায়ী হওয়ার জন্য নিজেকে `রিফিউজি' দাবি করেছেন। তবে এখনও ওয়ার্ক পারমিট পাননি। তাই বৈধ কোনো কাজের সন্ধান করতে পারছেন না। ক্যাশে কোথাও কাজ পাওয়া যায় কিনা তাই আপতত খুঁজছেন। কিন্তু সেটাও পাচ্ছেন না। একদিকে ধারণার চেয়ে অনেক বেশি বাড়ি ভাড়া আর খাওয়া খরচের চিন্তায় রীতিমতো দিশেহারা তিনি। কারণ, যে টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তা প্রায় শেষের পথে।

সুমিত ও হাসমতের মতো প্রতিদিন অনেক বাংলাদেশির দেখা মেলে টরন্টোর ড্যানফোর্থ এলাকায় গেলে। সকাল থেকে রাত, যখনই যাবেন, কিছু মানুষকে পাওয়া যাবে যাদের আলোচনার মূল বিষয়ই কিভাবে, কোথায় একটা কাজ পাওয়া যাবে। এর মধ্যে আবার বড় একটা অংশ আছেন, যারা ভ্রমণ ভিসায় এসেছেন, কিন্তু স্থায়ীভাবে থেকে যেতে চান। মোট কথা, দেশ ছেড়ে ক্যানাডায় আসা নতুন বাংলাদেশিরা কেমন আছেন, তার খানিকটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়, টরন্টোর ড্যানফোর্থ এলাকায় গেলে। ভিসার ক্যাটাগরির ভিন্নতা থাকলেও, সবার সমস্যা এক এবং অভিন্ন - কাজ না পাওয়া।

কথা হয় ইমিগ্র্যান্ট হিসেবে টরন্টোতে আসা বাংলাদেশি তরুণ সুলাইমান সাহিদের সঙ্গে। তিনি এবং তার স্ত্রী দু'জনই ঢাকায় বেসরকারি দুটি প্রতিষ্ঠানে মোটামুটি ভালো বেতনে চাকরি করতেন। এক্সপ্রেস এন্ট্রির দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষ করে তারা টরন্টোতে এসেছেন গত বছরের অক্টোবরে। স্ত্রী একটা এনজিওতে চাকরি শুরু করলেও, এখনও নিজের পছন্দের কোন কাজ খুঁজে পাননি সুলাইমান। তিনি বলছিলেন, ``দেশ হিসেবে ইমিগ্র্যান্টদের জন্য ক্যানাডা অবশ্যই ভালো, কিন্তু সবার জন্য নয়। বিশেষ করে, কেউ এসেই চাকরি পেয়ে যাবে- ব্যাপারটা তেমন নয়। ন্যূনতম ছয় মাস থেকে এক বছর অপেক্ষা করতে হবে একটা মোটামুটি মানের চাকরির জন্য। ফলে, মাঝের সময়টায় টিকে থাকার জন্য হাতে টাকা থাকতে হবে। না থাকলে কঠিন হয়ে যাবে।,, সুলাইমান বলছিলেন, ``গত কয়েক মাসে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দরখাস্ত করেছি, কিন্তু কোথাও থেকে সেভাবে সাড়া পাচ্ছি না। আমার মতো নতুনদের নিয়ে ক্যানাডিয়ান সরকারের অনেক ভালো ভালো প্রোগ্রাম আছে, কিন্তু সেগুলো সবই অনেক সময়সাপেক্ষ।,, বাংলাদেশের শক্তিশালী কমিউনিটি না থাকাও নতুন এসে তাড়াতাড়ি চাকরি না পাওয়ার একটা কারণ বলে মনে করেন সুলাইমান। তার মতে, ভারতীয়, কিংবা পাকিস্তানিরা নতুন এসে তাদের কমিউনিটির কাছ থেকে যে ধরনের সহযোগিতা পেয়ে থাকেন, সেটা বাংলাদেশিরা পায় না। আবার দক্ষতারও অভাব আছে বলে মনে করেন সুলাইমান। বিশেষ করে, এখানে কাজ করার জন্য ন্যূনতম যে ইংরেজি জানা দরকার, বেশিরভাগেরই সেটা জানা নেই।

বাংলাদেশিদের কাজ না পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন সাংবাদিক গাজী সালাউদ্দিন মাহমুদ। তিনি বলেন, `ক্যানাডার মেইনস্ট্রিম যে জব মার্কেট, সেখানে কিন্তু কোনো ঘাটতি নেই। কারণ, সরকার এটা নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ, এই দেশে প্রতিবছর যে পরিমাণ লোকবল প্রয়োজন, সেই পরিমাণ ইমিগ্র্যান্ট আনে। সালাউদ্দিন মাহমুদের মতে, ``মেইনস্ট্রিম জব মার্কেটের বাইরে চাকরির সমস্যা আছে। কিন্তু সেটা বুঝতে দুটি বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে। এক, দক্ষতা, দুই,

ক্যানাডায় আসার ভিসার ধরন।'' তিনি বলেন, ``গত দুই বছরে অনেক বাংলাদেশি এসেছে ভ্রমণ ভিসা নিয়ে।,, আর এই ভিসা দিয়ে বৈধভাবে কাজ পাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তবে, ভিন্নভাবে আয়-রোজগারের পথ আছে। সেটা হলো, নগদ পারিশ্রমিকে কাজ করা। আর এই নগদ টাকার কাজগুলো সাধারণত হয় কমিউনিটি-বেজ'। অর্থাৎ, একজন বাংলাদেশি আরেকজন বাংলাদেশিকে `ক্যাশে' কাজ দিয়ে সহযোগিতা করে, বিনিময়ে অবশ্য অনেক সস্তায় শ্রম কেনা হয়। কাজ দিতে পারেন এমন বাংলাদেশির সংখ্যা খুব বেশি না হওয়ায় গত দুই বছরে ভ্রমণ ভিসায় আসা মানুষের সংখ্যা যত বেড়েছে, সে তুলনায় কাজের ক্ষেত্র বাড়েনি। ফলে, এই শ্রেণির মানুষ যে কাজের সংকটে ভুগছে, তাতে সন্দেহ নেই। আর যারা স্টুডেন্ট ভিসায় আসছেন, তাদের একটা অংশের দক্ষতার বিরাট অভাব রয়েছে বলে মনে করেন সালাউদ্দিন মাহমুদ। তার মতে, ``ভারতীয় ছেলে-মেয়েরা যত দ্রুত যে কোনো পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে, বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েরা সেটা পারে না। ফলে, যারা চাকরি দিচ্ছে, তারা বেটার পার্সনকে বেছে নিচ্ছে। আর সেখানেই পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশিরা।,,

গত কয়েক মাসে বাংলাদেশ থেকে যারা ক্যানাডায় এসেছে, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভ্রমণ ভিসা নিয়ে। এদের একটা অংশ স্থায়ী হতে চান ক্যানাডায়। তাদের এই স্থায়ী হওয়ার প্রক্রিয়াটা মোটেও সহজ না। কারণ, প্রথমত, ভ্রমণ ভিসা নিয়ে বৈধভাবে কোথাও কোন কাজ পাওয়া সম্ভব নয়। কাজ পেতে তাদেরকে জব অফার ম্যানেজ করতে হবে। এবং সেটাও হতে হবে ক্যানাডিয়ান সরকারের তালিকাভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠান। বিশেষ কাজে বিশেষভাবে দক্ষ না হলে, কোনো প্রতিষ্ঠানই সাধারণত ভ্রমণ ভিসায় আসা কাউকে চাকরির জন্য বিবেচনা করে না। ফলে ভিজিটর ভিসায় বাংলাদেশ থেকে আসা বেশিরভাগ মানুষ রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রার্থনা করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটাও যেমন ব্যয়বহুল, তেমনি সময়সাপেক্ষ। যে কোনো একজন ভালো মানের আইনজীবীর মাধ্যমে অ্যাসাইলামের আবেদন করলে, পারিশ্রমিক হিসেবে তাকে দিতে হয় ১০ থেকে ১২ হাজার ক্যানাডিয়ান ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ৯ থেকে ১০ লক্ষ টাকা। আর এই রাজনৈতিক আশ্রয়ের পুরো প্রক্রিয়া শেষ হতে সময় লাগ লাগে ন্যূনতম ৫ বছর। তারপরও ক্যানাডায় এসে বাংলাদেশের অনেক মানুষ বেছে নিচ্ছে এই পথ। এমনই দুজনের সঙ্গে কথা হলো টরন্টোর স্কারবরো এলাকায়। এরমধ্যে একজন শাহ ফরহাদ, আরেকজন আবুল আহসান। দুজনই এসেছেন সিলেট থেকে। সেখানে দুজনই ব্যবসা করতেন। এরমধ্যে আইনজীবীর মাধ্যমে আবুল আহসান শরণার্থী হওয়ার আবেদন করলেও আরো কিছুদিন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে চান শাহ ফরহাদ। তারপর তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন ক্যানাডায় থেকে যাবেন নাকি দেশে ফিরে যাবেন। তবে অল্প দিনের মধ্যেই তারা বুঝতে পারছেন স্বপ্ন আর বাস্তবতার ফারাক অনেক। একদিকে ওয়ার্ক পারমিট না থাকায় কোথাও কোনো কাজ পাচ্ছেন না, অন্যদিকে প্রতিমাসে গুণতে হচ্ছে মোটা অঙ্কের বাড়িভাড়া আর খাওয়ার খরচ। সঙ্গে আইনজীবীর খরচ তো আছেই। এমন পরিস্থিতিতে দেশে ফিরে যাবেন কিনা জানতে চাইলে সিলেটের আবুল আহসান বলেন, ``ফিরে যাওয়ার আর কোন পথ নাই। যেহেতু অনেক টাকা খরচ করে এখানে এসেছি, যত কষ্টই হোক না কেন এখানেই থাকতে হবে।,, চাকরি না থাকা বিভিন্ন দেশের এমন মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে ক্যানাডার কিছু প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন এলাকায় তারা সপ্তাহে তিন দিন বিনামূল্যে নানারকম খাবার দিয়ে সহযোগিতা করছে। তেমনই একটি প্রতিষ্ঠান 'ফিড স্কারবোরো'। মাইনাস ১০-১২ ডিগ্রি ঠান্ডার মধ্যে লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার সংগ্রহ করতে দেখা যায় অনেক বাংলাদেশিকে। এই লাইনে অবশ্য অন্য অনেক দেশের মানুষকেই দেখা যায়।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

`৭৫ এর মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয় : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন নিজের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার মাধ্যমে জাতি উন্নত জীবন পেতে পারে। `৭৫ এর মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। ইতিহাস আপন আলোয় উদ্ভাসিত। তিনি বলেন শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষায় হওয়া উচিত, পাশাপাশি অন্যান্য ভাষা শিক্ষারও সুযোগ থাকতে হবে। বুধবার বিকেলে মাতৃভাষা দিবসে আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

(রেডিও টুডে ২১৪৫ ঘ, ২১.০২.২০২৪ রিহাব)

রাহিব রেজার মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তসাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

রাজধানীর ধানমন্ডির ল্যাবএইড হাসপাতালে এন্ডোস্কপি করাতে এসে রাহিব রেজা নামে এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তসাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সামন্তলাল সেন। বুধবার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জেষ্ঠ্য তথ্য কর্মকর্তা মোঃ মাইদুল ইসলাম প্রধান স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে তিনি এই নির্দেশনা দেন।

(রেডিও টুডে ২১৪৫ ঘ, ২১.০২.২০২৪ রিহাব)

খাদ্য নষ্ট ও অপচয় কমানোর আহ্বান জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী

খাদ্য নষ্ট ও অপচয় কমানোর আহ্বান জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ। তিনি বলেছেন বাংলাদেশে ফসল সংগ্রহের পর বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় ৩০ শতাংশ খাদ্য নষ্ট ও অপচয় হয়। খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য নষ্ট ও অপচয় কমাতে পারলে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে। বুধবার শ্রীলংকার রাজধানীতে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এফএও-এর ৩৭তম এশিয়া প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলনে খাদ্য ও পানি সংরক্ষণ এবং খাদ্য অপচয় রোধ শীর্ষক সেশনে তিনি এসব কথা বলেন।
(রেডিও টুডে ২১৪৫ ঘ, ২১.০২.২০২৪ রিহাব)

নিজের ভাষা রক্ষা করার মধ্য দিয়ে একটি জাতি উন্নত জীবন পেতে পারে : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন নিজের ভাষা রক্ষা করার মধ্য দিয়ে একটি জাতি উন্নত জীবন পেতে পারে। আমাদের মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকারটুকু কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। একটা বিজাতীয় ভাষা আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বুধবার বিকেলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউটে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে চারদিনব্যাপী কর্মসূচীর উদবোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
(রেডিও টুডে ১৮৪৫ ঘ , ২১-০২-২০২৪ রিহাব)

উচ্চ আদালতে অনেক রায় এখন বাংলায় দেওয়া হচ্ছে : এটর্নী জেনারেল এ এম আমিন উদ্দীন

উচ্চ আদালতে অনেক রায় এখন বাংলায় দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন এটর্নী জেনারেল এ এম আমিন উদ্দীন। তিনি বলেন আন্তর্জাতিক মামলাগুলো বাদে অদূর ভবিষ্যতে উচ্চ আদালতে সকল মামলার রায় বাংলায় দেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বুধবার শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এসব কথা বলেন রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা।
(রেডিও টুডে ১৮৪৫ ঘ, ২১-০২-২০২৪ রিহাব)

কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল

কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব এডভোকেট সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল। বুধবার বিকেল চারটায় কাশিমপুর কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পান তিনি। গত বছরের ২৮ অক্টোবর রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির মহাসমাবেশ ঘিরে সংঘর্ষের ঘটনায় পল্টন থানায় চারটি মামলায় বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলালকে আসামী করা হয়। ৩১ অক্টোবর রাজধানীর শহীদনগর থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আজ কারামুক্তির পর এক প্রতিক্রিয়ায় মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেছেন ছোট কারাগার থেকে বৃহৎ কারাগারে এসেছি। এই সরকার গোটা দেশকে কারাগারে পরিণত করেছে। (রেডিও টুডে ১৮৪৫ ঘ, ২১-০২-২০২৪ রিহাব)

চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরেছেন খন্দকার মোশাররফ হোসেন

সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সাবেক মন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। মঙ্গলবার মধ্যরাতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। (রেডিও টুডে ১৮৪৫ ঘ , ২১-০২-২০২৪ রিহাব)

যৌন নিপীড়নের দায়ে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত জাবির এক সহকারী অধ্যাপক

এক ছাত্রীকে যৌন নিপীড়নের দায়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান জনিকে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। মঙ্গলবার রাতে সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির রেজিস্ট্রার আবু হাসান। তিনি জানান যৌন নিপীড়নের অভিযোগ উঠার পর গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়েছে। এরপরেই জনির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান জনি ছাত্রজীবনে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। ২০১৮ সালে তিনি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান।
(রেডিও টুডে ১৮৪৫ ঘ, ২১-০২-২০২৪ রিহাব)

সাইফুজ্জামানের সম্পদ সংক্রান্ত ব্লুমবার্গে প্রকাশিত প্রতিবেদন বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বর্তমান এমপি এবং সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে ২০০ মিলিয়ন পাউন্ডের সম্পদ নিয়ে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ব্লুমবার্গে প্রকাশিত প্রতিবেদনের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার স্টেট ডিপার্টমেন্টের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করে বলেন গতকাল ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের লোকদের দুর্নীতিতে জড়িত থাকার বিষয়টি একটি ওপেন সিক্রেট। মন্ত্রিপরিষদের সাবেক এক মন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল সম্পদ গড়ে তোলার অভিযোগ উঠেছে। যার মূল্য ২০০ মিলিয়ন পাউন্ড। যা দেশের বৈদেশিক রিজার্ভের ১ শতাংশের সমতুল্য। এটি অনেক ঘটনার মধ্যে একটি। বাংলাদেশ সরকারকে জবাবদিহিতা নিশ্চিত এবং বিশ্বব্যাপী দুর্নীতি মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্র কী ধরণের পদক্ষেপ নেবে। জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেছেন

তারা এই প্রতিবেদনের বিষয়ে অবগত রয়েছেন। নির্বাচিত সব কর্মকর্তা যাতে দেশটির আইন ও আর্থিক বিধিবিধান মেনে চলেন তা নিশ্চিত করতে তারা বাংলাদেশ সরকারকে উৎসাহিত করছেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি ব্লুমবার্গের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে প্রায় ২০০ মিলিয়ন পাউন্ড যা বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ২৭৬৯ কোটি টাকা মুল্যের ৩৫০ টিরও বেশি সম্পত্তি নিয়ে যুক্তরাজ্যে রিয়াল এস্টেট কোম্পানি গড়ে তুলেছেন বাংলাদেশের সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। (রেডিও টুডে ১৮৪৫ ঘ, ২১-০২-২০২৪ রিহাব)

একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী

আজ মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শুরু হয় ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। বুধবার মধ্যরাত বারোটা এক মিনিটে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন প্রথমে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। রাষ্ট্রপতির পরেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। তারা ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছুক্ষণ নিরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। পরে মন্ত্রিসভার সদস্য ও দলের জেষ্ঠ্য নেতাদের নিয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা দলের পক্ষ থেকে শহীদ মিনারে আরেকটি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর জাতীয় সংসদের স্পিকার, প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের বিচারপতিগণ শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে তিন বাহিনীর প্রধানগণ, আইজিপি, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনার, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানসহ নানা সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ভাষা শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। সবশেষে সর্বস্তরের মানুষের জন্য শহীদ মিনার খুলে দেয়া হলে সেখানে হাজারো মানুষের ঢল নামে। (রেডিও টুডে : ৮৪৫ ঘ. ২১.০২.২০২৪ আসাদ)

গাজায় ফিলিস্তিনিদের নিধনে নেমেছে ইসরাইল : আন্তর্জাতিক আদালতে বাংলাদেশ

ইসরাইল আত্মরক্ষার নাম করে ফিলিস্তিনের গাজায় যা করছে তা যৌক্তিক নয়। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরাইলের দখলদারিত্ব আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। ইসরাইলের দখল করা ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড নিয়ে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে শুনানিতে অংশ নিয়ে বাংলাদেশ এ সব কথা বলেছে। মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনের শুনানিতে বাংলাদেশ সহ দশটি দেশ অংশ নেয়। গত সোমবার নেদারল্যান্ডসের দা হেগ শহরে অবস্থিত জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালতে এই শুনানি শুরু হয়। শুনানিতে পর্যায়ক্রমে ৫০টিরও বেশি দেশ ও তিনটি সংগঠনের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করার কথা রয়েছে। গতকালের শুনানিতে বাংলাদেশের পক্ষে যুক্তিতর্ক তুলে ধরেন নেদারল্যান্ডসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম রিয়াজ হামিদুল্লাহ। তিনি বলেন ইসরাইল অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে শিশুসহ হাজার হাজার বেসামরিক লোকজনকে হত্যা, তাদের ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া খাবার ও পানি সরবরাহে বাধা দান জাতিগত নিধনের উদাহরণ। বাংলাদেশ বলছে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরাইলের জাতিবিদ্বেষ বন্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে। দখলদারিত্ব অবসানে অবশ্যই ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড থেকে ইসরাইলি সেনা প্রত্যাহার করতে হবে ও দখল করা ভুমিতে নির্মিত অবৈধ স্থাপনা ধ্বংস করতে হবে।
(রেডিও টুডে : ৮৪৫ ঘ. ২১.০২.২০২৪ আসাদ)

দেশে বিএনপি'র নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িকতার ডালপালা বিস্তার করেছে : ওবায়দুল কাদের

বিএনপি'র নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িকতার ডালপালা বিস্তার করেছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর সাংবাদিকদের তিনি বলেন সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবৃক্ষ বিএনপির নেতৃত্বে ডালপালা বিস্তার করেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই বিষবৃক্ষ কে সমূলে উৎপাটন করবেন তারা। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ২১.০২.২০২৪ আসাদ)

বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা রুপান্তর করা আমাদের একটি স্বপ্ন : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন আমাদের স্বপ্ন বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা রূপান্তর করা। মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বুধবার রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে আলাপ করলে তিনি কথা বলেন। এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কানাডা প্রবাসী দুজন বাঙ্গালি সালাম ও রফিকের উদ্যোগে এবং জাতিসংঘে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রস্তাব পাঠানোর পরিপ্রেক্ষিতে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছে। এটি জাতির জীবনে একটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি বিশাল অর্জন। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ২১.০২.২০২৪ আসাদ)

আওয়ামী লীগ স্ব-বিরোধী একটি আত্মপ্রতারক দল : রিজভী

বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন আওয়ামী লীগ একটি স্ব-বিরোধী আত্ম প্রতারক দল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ভাষাকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল কিন্তু আওয়ামী লীগ তথা দেশীয় হানাদাররা এখন ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছেন। বুধবার সকালে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর তিনি একথা বলেন। এ সময়

বিএনপির এই নেতা আরো বলেন অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনকে নিরুদ্দেশ করেছে আওয়ামী লীগ। এখন তারা আবোলতাবোল কথা বলছেন। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ২১.০২.২০২৪ আসাদ)

সুন্নতে খতনা করাতে গিয়ে ঢাকায় আরও এক শিশুর মৃত্যু

ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সুন্নতে খতনা করাতে গিয়ে শিশু আয়ানের মৃত্যুর রেশ না কাটতেই এবার মালিবাগে জে এস ডায়াগনস্টিক এন্ড মেডিকেল চেকআপ সেন্টারে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ুয়া ঐ শিক্ষার্থীর নাম আহনাফ তাহমিন আয়হাম। স্বজনদের অভিযোগ লোকাল অ্যানেসথেসিয়া দেওয়ার কথা থাকলেও তারা ফুল অ্যানেসথেসিয়া দিয়েছে এ কারণে আহনাফের আর জ্ঞান ফেরেনি। মঙ্গলবার রাত আটটায় আনাফকে সুন্নতে খতনা করাতে অপারেশন থিয়েটার নেয়া হয়। এর ঘন্টাখানেক পরেই মৃত্যু ঘোষণা করা হয়। এই ঘটনায় শিশুটি বাবা হাতিরঝিল থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। মামলার পর ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারের দুজন চিকিৎসককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এছাড়া সেন্টারটি সিলগালা করে দেয়া হয়েছে। গ্রেপ্তার দুই চিকিৎসক হলেন এস এম মুক্তাদির ও মাহবুব। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ২১.০২.২০২৪ আসাদ)

জাগো এফএম

ভাষা শহিদদের প্রতি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। মঙ্গলবার, ২০শে ফেব্রুয়ারি দিনগত রাত ১২টা ১ মিনিটে প্রথমে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুষ্পস্তবক অর্পণ করে এ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণের পর রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণ করেন। মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিভিন্ন কূটনীতিক, মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, ভাষাসৈনিক, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার, বিরোধীদলীয় নেত্রীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিকদল শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। তাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের পর শহীদ মিনার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০২.২০২৪ প্রতীক)

সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ মূলোৎপাটন করাই ২১শে ফেব্রুয়ারির অঙ্গীকার : ওবায়দুল কাদের

বিএনপির নেতৃত্বে সারাদেশে সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবৃক্ষ ছড়িয়ে পড়েছে তার মূলোৎপাটন করাই ২১ ফেব্রুয়ারির অঙ্গীকার বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। বুধবার, ২১শে ফেব্রুয়ারি সকালে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে আওয়ামী লীগের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এ কথা বলেন। কাদের বলেন, 'একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের বিশ্বাসের বাতিঘর। বিএনপির নেতৃত্বে সারাদেশে সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবৃক্ষ ছড়িয়ে পড়েছে তার মূলোৎপাটন করাই আজকের দিনের অঙ্গীকার।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০২.২০২৪ প্রতীক)

বাংলাকে জাতিসংঘের দাফতরিক ভাষা করতে হবে : পরিবেশমন্ত্রী

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, 'বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের অন্যতম দাফতরিক ভাষা করতে হবে। ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম ভাষা। বিশ্বব্যাপী ভাষা অধিকার আন্দোলনে বাংলা ভাষাসংগ্রামীরাই অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। ভাষাশহিদদের ত্যাগ ও বিসর্জন বিশ্বের কাছে অমূল্য। তাদের আত্মত্যাগের প্রেরণায় বাংলাদেশ আজ স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।' বুধবার, ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পক্ষে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ভাষাশহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, 'ভাষাশহিদেরা বাংলা ভাষাকে কেবল অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠাই করেননি বরং আমাদের জাতীয়তাবোধ এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অতুলনীয় অবদান রেখেছেন। তারা বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি দৃঢ় করেছেন এবং মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা ও সম্মানের বীজ বপন করেছেন। তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। সর্বস্তরে মাতৃভাষার প্রসার ঘটাতে হবে।' তিনি আরো বলেন, ভাষা শহিদদের স্মৃতি ধারণ করে আমাদের সবাইকে পরিবেশ সুরক্ষায় কাজ করতে হবে।' এসময় অন্যদের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ ড. ফাহমিদা খানম, বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, বন অধিদফতরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী এবং পরিবেশ অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক কাজী আবু তাহের-সহ মন্ত্রণালয় ও অধীন দফতররসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০২.২০২৪ প্রতীক)

ভাষা শহিদদের প্রতি ঢাকা জেলা প্রশাসকের শ্রদ্ধা

অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ভাষা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ঢাকা জেলা প্রশাসক আনিসুর রহমান। আজ বুধবার একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি। এ সময় ঢাকা জেলা প্রশাসনের উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, শিক্ষা ও আইসিটি, মমতাজ বেগম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, সার্বিক মোঃ আমিনুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উন্নয়ন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা মুনিবুর রহমান ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ কে এম হেদায়েতুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০২.২০২৪ প্রতীক)

সুন্নতে খতনা করাতে গিয়ে মৃত্যু, জে এস ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা

সুন্নতে খতনা করাতে এসে মালিবাগের জে এস ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড মেডিকেল চেকআপ সেন্টারে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনায় ওই সেন্টারটিতে তালা ঝুলিয়ে সিলগালা করেছে স্বাস্থ্য অধিদফতর। একই সঙ্গে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে অধিদফতর। বুধবার, ২১শে ফেব্রুয়ারি দুপুরে জে এস ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড মেডিকেল চেকআপ সেন্টার পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক, হাসপাতাল ও ক্লিনিক ডা. আবু হোসেন মোঃ মইনুল আহসান। মইনুল আহসান জানান, ’জে এস ডায়াগনস্টিকের লাইসেন্স ছিল কিন্তু হাসপাতালের লাইসেন্স আছে কি না সেটি দেখা হবে। আর লাইসেন্স না থাকলে অপারেশন করতে পারবে না। সে বিষয়গুলোই খতিয়ে দেখা হবে। এছাড়া হাসপাতালটি এখন সিলগালা করে রাখা হয়েছে। সিলগালা শেষে সেন্টারটির মূলফটকে লিখিত এক নির্দেশে বলা হয়, আহনাফ তাহমিন আয়হাম নাসেরের সুন্নতে খতনার সময়ে মৃত্যু সংক্রান্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত জে এস ডায়াগনস্টিক এ্যান্ড মেডিকেল চেকআপ সেন্টার ও জে এস হাসপাতালের সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। এর আগে এ ঘটনায় শিশুটির বাবা হাতিরঝিল থানায় মামলা করেন। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারের দুই চিকিৎসককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতার দুই চিকিৎসক হলেন এস এম মুক্তাদির ও মাহবুব। স্বজনদের অভিযোগ, লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়ার কথা থাকলেও তারা ফুল অ্যানেস্থেসিয়া দিয়েছে। যে কারণে আহনাফের আর জ্ঞান ফেরেনি। মঙ্গলবার, ২০শে ফেব্রুয়ারি রাত ৮টায় আহনাফকে সুন্নতে খতনা করাতে অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হয়। এর ঘণ্টাখানেক পর তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। জানা গেছে, মালিবাগের জে এস ডায়াগনস্টিক এ্যান্ড মেডিকেল চেকআপ সেন্টারে অর্থোপেডিক ও ট্রমা সার্জন ডা. এস এম মুক্তাদিরের তত্ত্বাবধানে মঙ্গলবার রাতে সন্তানকে সুন্নতে খতনা করাতে আসেন শিশু আয়হামের বাবা ফখরুল আলম ও মা খায়রুন নাহার চুমকি। রাত ৮টার দিকে খতনা করানোর জন্য অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়ার পর আর ঘুম ভাঙেনি আহনাফের। এর ঘণ্টাখানেক পর হাসপাতালটির পক্ষ থেকে শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করা হয়। এ বিষয়ে আহনাফের বাবা ফখরুল আলম বলেন, ’আমরা চিকিৎসককে বলেছিলাম যেন ফুল অ্যানেস্থেসিয়া না দেওয়া হয়। তারপরও আমার ছেলের শরীরে সেটি পুশ করেন ডা. মুক্তাদির। আমি বারবার তাদের পায়ে ধরেছি। আমার ছেলেকে যেন ফুল অ্যানেস্থেসিয়া না দেওয়া হয়।’ তিনি বলেন, ’আমার সন্তানকে অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এই মৃত্যুর দায় মুক্তাদিরসহ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সবারই। আমি তাদের কঠোর শাস্তি চাই। অভিযুক্ত চিকিৎসক মুক্তাদির বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থোপেডিক বিভাগের জয়েন্ট ব্যথা, বাতব্যথা, প্যারালাইসিস বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচয় দিয়ে চিকিৎসা দিতেন বলে জানা গেছে। এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে জে এস ডায়াগনস্টিক এ্যান্ড মেডিকেল চেকআপ সেন্টার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কাউকে পাওয়া যায়নি। গত ৮ই জানুয়ারি রাজধানীর বাড্ডা সাতারকুলে ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সুন্নতে খতনা করাতে গিয়ে লাইফ সাপোর্টে থাকা শিশু আয়ান মারা যায়। টানা সাত দিন লাইফ সাপোর্টে ছিল আয়ান। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০২.২০২৪ প্রতীক)

চালের বস্তায় লিখতে হবে মূল্য ও জাত, ১৪ই এপ্রিল থেকে কার্যকর

চালের বস্তায় ধানের জাত ও মিল গেটের মূল্য লিখতে হবে। সেই সঙ্গে লিখতে হবে উৎপাদনের তারিখ ও প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের নাম। এমনকি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের জেলা ও উপজেলাও উল্লেখ করতে হবে। থাকবে ওজনের তথ্যও। এমন নির্দেশনা দিয়েছে সরকার। আগামী ১৪ই এপ্রিল থেকে এই নির্দেশনা কার্যকর হবে। এ বিষয়ে বুধবার খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ শাখা থেকে একটি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নির্দেশনার কপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব, অর্থ বিভাগের সচিব, সকল বিভাগীয় কমিশনার, সকল জেলা প্রশাসক, সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সকল উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক-সহ সংশ্লিষ্টদের পাঠানো হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ ইসমাইল হোসেন সই করা এই নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সম্প্রতি দেশের চাল উৎপাদকারী কয়েকটি জেলায় পরিদর্শন করে নিশ্চিত হওয়া গেছে বাজারে একই জাতের ধান থেকে উৎপাদিত চাল ভিন্ন ভিন্ন নামে ও দামে বিক্রি হচ্ছে। চালের দাম অযৌক্তিক পর্যায়ে গেলে বা হঠাৎ বৃদ্ধি পেলে মিলার, পাইকারি বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা একে অপরকে দোষারোপ করছেন। এতে ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পছন্দমত জাতের

ধান, চাল কিনতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বলে নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এ অবস্থার উত্তরণের লক্ষ্যে চালের বাজার মূল্য সহনশীল ও যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে ধানের নামেই যাতে চাল বাজারজাতকরণ করা হয় তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এবং এ সংক্রান্ত কর্যক্রম মনিটরিং-এর সুবিধার্থে নির্দেশনায় কয়েকটি বিষয় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।এর মধ্যে রয়েছে, চালের উৎপাদকারী মিলাররা গুদাম থেকে বাণিজ্যিক কাজে চাল সরবরাহের প্রাক্কালে চালের বস্তার ওপর উৎপাদনকারী মিলের নাম, জেলা ও উপজেলার নাম, উৎপাদনের তারিখ, মিল গেট মূল্য এবং ধান/চালের জাত উল্লেখ করতে হবে। বস্তার ওপর এসব তথ্য কালি দিয়ে লিখতে হবে। চাল উৎপাদকারী মিল মালিকের সরবরাহ করা সকল প্রকার চালের বস্তা ও প্যাকেটে ওজন উল্লেখ করতে হবে। কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একই নির্দেশনা প্রতিপালন করতে হবে। এক্ষেত্রে মিল গেট দামের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান চাইলে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য উল্লেখ করতে পারবে।

এই পরিপত্রের আলোকে সকল জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য পরিদর্শকরা পরিদর্শনকালে এ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। এর ব্যত্যয় ঘটলে `খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুত, স্থানান্তর, পরিবহন, সবরাহ, বিতরণ, বিপণন আইন, ২০২৩ এর ৬ ও ৭ ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আগামী ১৪ই এপ্রিল থেকে এই পরিপত্রের নির্দশনা আবশ্যিকভাবে প্রতিপালন করতে হবে বলেও নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়েছে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০২.২০২৪ প্রতীক)

দেশীয় হানাদার বাহিনী একচ্ছত্র রাজকীয় শাসন চালু করছে : রিজভী

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, 'পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মতো একই কায়দায় জনগণের সব অধিকার হরণ করে দেশীয় হানাদার বাহিনী জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতাসহ সব অধিকার হরণ করেছে। তারা একটি একচ্ছত্র রাজকীয় শাসন চালু করেছে।' বুধবার ২১শে ফেব্রুয়ারি সকালে রাজধানীর আজিমপুরে ভাষাশহিদদের কবর জিয়ারত ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, '১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যে আত্মদান সেখানেই তো লুকিয়ে আছে আমাদের স্বাধীনতার শক্তি। আমাদের সবকিছু ঘিরেই রয়েছে বাহান্নের সেই চেতনা।' পরে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের বেদীতে বিএনপির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন রিজভী। এ সময় ভাষাশহিদদের রুহের মাগফিরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন ওলামা দলের সাবেক আহ্বায়ক মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নেছারুল হক। রিজভী বলেন, 'আমরা গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও ভোটাধিকার হারা। দেশের জনগণ ভোট দিতে পারছেন না। তারা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে ভোটাধিকার দাবি করে আসছে। আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫২/৫৩ বছর পরও কেন এই দাবি করতে হচ্ছে? কারণ যেভাবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের মাতৃভাষার অধিকার হরণ করেছিল। ঠিক একইভাবে একই কায়দায় আমাদের দেশিয় হানাদার বাহিনী জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতাসহ সব অধিকার হরণ করেছে। তারা একটি একচ্ছত্র রাজকীয় শাসন চালু করেছে। সুতরাং আজকে বিএনপিসহ সমমনা দলগুলোর যে এক দফা আন্দোলন সেই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত শক্তি হলো বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের এই ২১শে ফেব্রুয়ারি। সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের আগামীতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের ভোটাধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে বিজয় করতে হবে। আজকের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে মহান ভাষাশহিদদের প্রতি বিএনপির পক্ষে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও ফুলেল শুভেচ্ছা।'

এ সময় বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব আমিনুল হক, নির্বাহী কমিটির সদস্য রফিক শিকদার, আমিনুল ইসলাম, ঢাকা দক্ষিণ বিএনপির দফতর সম্পাদক সাইদুর রহমান মিন্টু, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মোনায়েম মুন্না, এজমল হোসেন পাইলট, মৎস্যজীবী দলের সদস্য সচিব মোঃ আবদুর রহিম, ওলামা দলের সাবেক সদস্য সচিব অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম তালুকদার, শ্রমিক দলের মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু, ছাত্রদলের তানজিল হাসান, আবু আফসান মোঃ ইয়াহিয়া উপস্থিত ছিলেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০২.২০২৪ প্রতীক)

সারাবিশ্বের যুদ্ধ বন্ধ হোক, শান্তি আসুক : প্রধানমন্ত্রী

সারাবিশ্বের যুদ্ধ বন্ধ হোক, এই প্রত্যাশা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, `শান্তি থাকলেই প্রগতি ও উন্নতি আসে। বাঙালি শান্তিতে বিশ্বাস করে। আমরা যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই।, তিনি বলেন, `সারাবিশ্বের যুদ্ধ বন্ধ হোক। বন্ধ হোক অস্ত্র প্রতিযোগিতা। অস্ত্রের টাকা দিয়ে নারী ও শিশুর বিকাশ, পরিবেশের উন্নয়নসহ বিশ্বের উন্নয়নের নানান কাজে ব্যয় হোক।' বুধবার ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস- ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। সরকারপ্রধান বলেন, `মাতৃভাষা ও সাহিত্য নিয়ে আমাদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এবং বাংলা একাডেমিকে একই সঙ্গে কাজ করতে হবে। একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে হবে। আমরা সেটাই চাই।, প্রধানমন্ত্রী বলেন, `ভাষার ওপর পড়াশোনা করলে অনেক মানুষ ও জাতি সম্পর্কে জানা যায়। যেহেতু আমরা মাতৃভাষা রক্ষায়

রক্ত দিয়ে পথ দেখিয়েছি, তাই সারাবিশ্বের মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও গবেষণায়ও জোর দিতে হবে। একসময় বলা হতো অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ করার দরকার নেই। আমি মনে করি এটা দরকার। বিভিন্ন দেশের সাহিত্য ও ইতিহাস অনুবাদ করে আমাদের ছেলে-মেয়েদের দেওয়া দরকার।, তিনি বলেন, `ডিজিটাল ডিভাইসে দেখি অনুবাদ করে। এই অনুবাদ করতে গিয়ে এমন উদ্ভট কিছু লেখে, ভাষার বিকৃতি হয়ে যায়। এটিতে নজর দেওয়া উচিত। অনুবাদ ডিভাইসে হয়ে যায় ঠিক, কিন্তু সেটা ঠিকমতো হলো কি না, ভুল হলে সংশোধন করে বাজারজাত করা উচিত।,

শেখ হাসিনা বলেন, `মাতৃভাষার ধ্বনি সারাবিশ্বে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। অনেকে এ নিয়ে লজ্জা পেয়ে যান, ভুল হলো কি না। আমি সেটা মনে করি না। লজ্জা পাই না। ভুল নিয়ে আমি চিন্তা করি না। আমি মনে করি, আমি আমার মতো করে আমার কথাটা বুঝাতে পারলাম কি না। ভুল হলো কি না, এই চিন্তায় আমরা অনেক সময় কথাই বলতে পারি না। এটা কিন্তু ঠিক না। আমি নিজেও শুধু বাংলাটাই ভালোভাবে পারি। আমি বাংলা সাহিত্যে পড়েছি। ইংরেজি ভালো করে পারতাম না।, প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, `মাতৃভাষা জানার ফলে নিজের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি জানা যায়। তবে কর্মক্ষেত্রের জন্য একাধিক ভাষা শিখতে হয়। আমাদের ছেলে-মেয়েরা মেধাবী। তারা একাধিক ভাষা শিখতে পারে। আমি মনে করি, আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম থাকবে। তবে অন্যান্য ভাষা শেখারও সুযোগ থাকতে হবে। কিছু কিছু পরিবার হঠাৎ টাকার মালিক হয়ে গেছে, তারা মনে করে ইংরেজি ভাষায় কথা বললেই স্মার্ট। অনেকে দেশি ভাষা পরিত্যাগ করার মতো অবস্থায় চলে যায়। কিন্তু শুদ্ধভাবে বাংলা বলতে অসুবিধে কী?, তিনি বলেন, `আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের ইতিহাস বিকৃতি করা হয়। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি করেছিল। কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। এখন মানুষ সঠিক ইতিহাস জানতে পারছে। শুধু ইতিহাস নয়, ভাষারও বিকৃতি শুরু হয়েছিল। আরবি ভাষায় বাংলা লিখতে হবে, পরে আবার ল্যাটিন ভাষায় বাংলা লিখতে হবে, এমন সিদ্ধান্ত এসেছিল। আমাদের ছেলে-মেয়েরা সেটারও প্রতিবাদ করেছিল।'

শেখ হাসিনা বলেন, `বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকে বাঙালি জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে সরিয়ে ভিন্ন ধারা পরিচালনার চেষ্টা হয়। আমরা সেটা থেকে বের করে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলাম। ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি পেয়েছে। সারা পৃথিবীর মাতৃভাষা যাতে হারিয়ে না যায়, সেজন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গড়ে তুলেছি। এটি ইউনেস্কো কর্তৃক ক্যাটাগরি টু-তে উন্নীত হয়েছে।, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০২.২০২৪ প্রতীক)

১লা মার্চ বিমা দিবস উদ্‌বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী, সাজবে সচিবালয়

আগামী ১লা মার্চ সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় বিমা দিবস পালন করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জাতীয় বিমা দিবসের অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করবেন। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। যথাযথ মর্যাদায় দেশব্যাপী `জাতীয় বিমা দিবস, পালন ও এ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সচিবালয়ের ভবন-৭ এ ব্যানার প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। একই সঙ্গে সচিবালয়ের প্রবেশদ্বার, প্রাচীর এবং সম্মুখভাগ সজ্জিত করা হবে। ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ পর্যন্ত এসব ব্যানার প্রদর্শন এবং সচিবালয়ে সজ্জিত করা হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬০ সালের ১লা মার্চ তৎকালীন আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে এ অঞ্চলের প্রধান হিসেবে যোগ দেন। তারিখটিকে স্মরণীয় করে রাখতে সরকার ১লা মার্চকে `জাতীয় বিমা দিবস, হিসেবে ঘোষণা করে। ২০২০ সালের ১৫ জানুয়ারি বিমা খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, আইডিআরএ-এরসুপারিশে প্রতিবছর ১লা মার্চকে জাতীয় বিমা দিবস পালনের ঘোষণা দেয় সরকার। এরপর থেকে প্রতিবছরের ১লা মার্চ জাতীয় বিমা দিবস পালন করা হচ্ছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যকলয় থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এক চিঠিতে বলা হয়েছে, `জাতীয় বিমা দিবস ২০২৪, এর উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য প্রধামন্ত্রী সম্মতি দিয়েছেন। আগামী ১লা মার্চ সকাল ১০টায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠান হবে।

এদিকে, সচিবালয়ে ব্যানার ঝুলানোর বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এক চিঠিতে বলা হয়েছে, `জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১লা মার্চ ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে আঞ্চলিক প্রধান হিসেবে ঢাকায় যোগদান করেছিলেন। এ অফিসে বসেই তিনি প্রণয়ন করেছিলেন বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ৬ দফা।, এতে আরো বলা হয়েছে, `বাঙালি জাতির ঐতিহাসিক মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে বিমা শিল্পের সম্পৃক্ততায় জাতির পিতার অমর স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিবছর 'ক' শ্রেণিতে দেশব্যাপী জাতীয় বিমা দিবস পালন করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী প্রতিবছর জাতীয় বিমা দিবসের অনুষ্ঠান উদ্‌বোধন ঘোষণা করেন।,

আগামী ১লা মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশব্যাপী জাতীয় বিমা দিবস পালন করা হবে। দিবসটি পালন এবং এ সম্পর্কে সবার সচেতনতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা হিসেবে বাংলাদেশ সচিবালয়ের ভবন-৭ এ একাধিক ব্যানার ঝুলানো বা প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে জননিরাপত্তা বিভাগে পাঠানো আরেক চিঠিতে বলা হয়েছে, আগামী ১লা মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশব্যাপী জাতীয় বিমা দিবস পালন করা হবে। দিবসটি

পালন এবং এ সম্পর্কে সবার সচেতনতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা হিসেবে বাংলাদেশ সচিবালয়ে সজ্জিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ চিঠিতে ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২রা মার্চ পর্যন্ত সচিবালয়ে সজ্জিত করার জন্য অনুমতি চাওয়া হয়ছে। এছাড়া সোনালী ব্যাংকের সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালককে দেওয়া আরেক চিঠিতে জাতীয় বিমা দিবস উপলক্ষে মিতিঝিলে অবস্থিত পাপলা চত্বরে বিলবোর্ড, ব্যানার, প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন দিয়ে সজ্জিত করার অনুমতি চাওয়া হয়েছে।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০২.২০২৪ প্রতীক)

বহুভাষার সংস্কৃতির মেলবন্ধন শান্তির পৃথিবী গড়বে : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, 'একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আজ সব ভাষা সংরক্ষণের প্রেরণা। আর বহুভাষার সংস্কৃতির মেলবন্ধন পৃথিবীতে শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় বড় ভূমিকা রাখতে পারে।' মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বুধবার, ২১শে ফেব্রুয়ারি রাজধানীর বেইলি রোডে ফরেন সার্ভিস একাডেমি মিলনায়তনে `বহুভাষায় শিক্ষা, শেখা এবং প্রজন্মান্তরের শিক্ষার সোপান, প্রতিপাদ্য নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ কথা বলেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের ইতিহাস তুলে ধরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'তখনকার তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সেসময় ভাষার দাবিতে আন্দোলনের কারণেই জেলে বন্দি ছিলেন। জেলখানায় বসে সহযোগীদের সঙ্গে সভা করে তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ দিবস পালিত হবে।' একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে জাতিসংঘে স্বীকৃত হওয়ার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, 'কানাডা প্রবাসী দুইজন বাঙালি রফিক ও সালামের উদ্যোগ এবং বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ত্বরিৎ সিদ্ধান্তে জাতিসংঘে প্রস্তাব পাঠানোর পর ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর এক ঘোষণায় ২১শে ফেব্রুয়ারি `আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, হিসেবে স্বীকৃতি পায়।' 'এর মধ্য দিয়ে বাঙালির সেই আত্মত্যাগের দিনটি বিশ্বের প্রতিটি মানুষের মায়ের ভাষার অধিকার রক্ষার দিন হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে এবং মানুষ বহুভাষাকে সযত্নে ধারণের প্রেরণা পেয়েছে,, বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, সামুদ্রিক বিষয় ইউনিট সচিব রিয়ার এডমিরাল অবসরপ্রাপ্ত মোঃ খুরশেদ আলম, অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম-সহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও বিদেশি কূটনীতিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পররাষ্ট্র সচিব তার বক্তব্যে মাতৃভাষা দিবসকে বিভিন্ন ভাষাভাষীর সম্প্রীতির দিন হিসেবে বর্ণনা করেন। ফরেন সার্ভিস একাডেমির রেক্টর মাশফী বিন্তে শামস স্বাগত বক্তব্য দেন। বহুভাষা নির্ভর এ অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উত্তর আমেরিকা অণুবিভাগের পরিচালক সামিয়া ইসরাত রনির পরিচালনায় কর্মকর্তা-শিল্পীদের পাশাপাশি ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়া ও ফ্রান্স দূতাবাসের শিল্পীরা গান ও কবিতাসহ নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করেন। `আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, গানটি বাংলা, পর্তুগিজ ও আরবিতে পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০২.২০২৪ প্রতীক)

বিমানের মহান শহিদ দিবস ও মাতৃভাষা দিবস পালন

যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। বুধবার, ২১শে ফেব্রুয়ারি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানানো হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিমানের পরিচালক, প্রশাসন ও মানবসম্পদ মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, বিমানের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বিমান কেন্দ্রিক বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা। মহান শহিদ দিবস উপলক্ষে এদিন বিমানের প্রধান কার্যালয়সহ অন্য শাখা কার্যালয়গুলোতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০২.২০২৪ প্রতীক)

দেশে ২৪ ঘণ্টায় ৩৬ জনের করোনা শনাক্ত

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৬ জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে মোট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০ লাখ ৪৮ হাজার ৪৩ জনে। এ সময়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে কারো মৃত্যু হয়নি। ফলে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ২৯ হাজার ৪৮৬ জনে অবস্থান করছে। বুধবার, ২১শে ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে পাঠানো করোনা বিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ৩২ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৫ হাজার ১৪৮ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় পরীক্ষা করা হয় ৪০৩টি নমুনা। পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের হার ৮ দশমিক ৯৩ শতাংশ। মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট শনাক্তের হার ১৩ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০২.২০২৪ প্রতীক)

BBC

UK SANCTIONS RUSSIAN PRISON CHIEFS AFTER NAVALNY DEATH

The UK has frozen the assets of six Russian prison bosses in charge of the Arctic penal colony where opposition leader Alexei Navalny died. The sanctioned individuals will also be banned from travelling to the UK. Western leaders say the blame for Navalny's death lies with the Russian authorities, including President Putin. The British government has also called for Navalny's body to be released to his family immediately and for a full and transparent investigation to take place. (BBC Web Page: 21/02/24, FARUK)

INDIA POLICE FIRE TEAR GAS AT PROTESTING FARMERS

Police in India have fired teargas on protesting farmers who have resumed their march on capital Delhi after four rounds of talks with the federal government failed to end the deadlock. There farmers, who are demanding assured prices for their crops, say they are prepared with months of supplies. Delhi's borders have been fortified with several layers of barricades and barbed wires to stop their entry. But protesters have warned they would use heavy machinery to push through. (BBC Web Page: 21/02/24, FARUK)

DOZENS OF RUSSIAN TROOPS DIE IN UKRAINE AIR STRIKE

At least 60 Russian troop have been killed after a training area in occupied eastern Ukraine was hit by two missiles, reports say. Sources familiar with the situation told the BBC that troops had gathered at the site in Donetsk region for the arrival of a senior commander. Video footage of the incident appeared to show large numbers of dead. The attack reportedly came hours before Russian President Vladimir Putin met his Defence Minister Sergei Shoigu. At the meeting, Mr Shoigu claimed Russian successes in several areas of the front line and spoke of the recent capture of the town of Avdiivka.
(BBC Web Page: 21/02/24, FARUK)

US VETO SENDS WRONG MESSAGE OVER GAZA: CHINA

China has sharply criticized the US for vetoing a United Nations) UN) Security Council resolution demanding an immediate ceasefire in Gaza. Beijing said the move sent the "wrong message" and effectively gave a "green light to the continued slaughter". The White House said the Algerian-proposed resolution would "jeopardize" talks to end the war. The US has proposed its own temporary ceasefire resolution, which also warned Israel not to invade the city of Rafah. Algeria's resolution was backed by 13 of the 15 members of the UN Security Council - with the UK abstaining. (BBC Web Page: 21/02/24, FARUK)

ISRAELI STRIKE ON DAMASCUS FLAT KILLS TWO: SYRIA

At least two people have been killed in a suspected Israeli missile strike in Syria's capital, Damascus, Syrian state media and activists say. The Syrian military said two civilians died when several missiles hit a block of flats in the Kafr Sousa district. A monitoring group said two foreigners and a Syrian civilian were killed, and that the area was frequented by senior figures from Iran's Revolutionary Guards and Lebanese group Hezbollah. The Israeli military has not commented. However, it has previously acknowledged carrying out hundreds of strikes on targets in Syria that it says are linked to Iran and allied armed groups.
(BBC Web Page: 21/02/24, FARUK)

FRENCH WARSHIPS INTERCEPT DRONES FROM YEMEN

Large explosions can be seen in footage released by France from its patrol zones in the Red Sea. According to the defence ministry, French Multi-Mission Frigates detected multiple drone attacks originating from Yemen on Monday and Tuesday. Two drones were "engaged and destroyed", it added. The type of drones was not specified but the French navy previously engaged aerial targets in the region. (BBC Web Page: 21/02/24, FARUK)

WORLD FOOD PROGRAMME STOPS DELIVERIES TO NORTHERN GAZA

The World Food Programme has paused "life saving" food deliveries to northern Gaza, saying aid convoys had endured complete chaos and violence due to the collapse of civil order. The agency says the decision has not been taken lightly and crews had faced crowds, gunfire and looting. The UN has been warning of looming famine in the north since December. The WFP says these latest reports are proof of a "precipitous slide into hunger and disease". (BBC Web Page: 21/02/24, FARUK)

SHIP BLAMED FOR CAPE TOWN STINK LEAVES FOR IRAQ

A cattle ship blamed for causing a foul smell engulfing Cape Town has departed for Iraq, an animal welfare group has confirmed. The Al Kuwait ship docked in the city's harbour from

Brazil on Sunday to load feed for its cargo of 19,000 cows. Residents soon began complaining of a nauseating stench emanating from it. The NSPCA assessed the cattle on board the livestock vessel and described conditions as abhorrent, including an extreme build-up of faeces and urine. (BBC Web Page: 21/02/24, FARUK)

WHO FEARS FOR PATIENTS AT GAZA'S NASSER HOSPITAL

The World Health Organization fears for the safety of 130 patients at Gaza's Nasser hospital, which it declared non-functional following an Israeli raid. The UN agency has led two missions to transfer 32 critically ill Palestinians from the complex in Khan Younis. It says there is no electricity or running water, and that medical waste and garbage pose a disease risk. Israel says its troops are delivering aid to ensure the hospital continues to function while they act against Hamas. (BBC Web Page: 21/02/24, FARUK)

PAKISTAN PARTIES REACH AGREEMENT TO SHARE POWER

Two political parties in Pakistan have reached a formal agreement to form a new government following an election mired in controversy. The Pakistan Muslim League-Nawaz (PMLN) will be backed by the Pakistan Peoples Party (PPP) in a new administration, they jointly announced. Both parties won fewer seats than candidates loyal to jailed former Prime Minister Imran Khan on 8 February. On X, Mr Khan's PTI party branded the coalition mandate thieves. His movement alleges the vote was rigged to keep his supporters out of power. More than six days after reaching an initial deal to form a coalition, the PMLN and PPP announced a full agreement had been concluded at a press conference on Tuesday. (BBC Web Page: 21/02/24, FARUK)

::THE END::